www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্ডেন অ্যান্ড নার্সারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলাদের মন্তেসরী প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তি চলিতেছে।
২১, কে.বি. বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মো : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৮ পৌষ – ১৪ পৌষ, ১৪২৩ ঃ ২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 10, 24 December - 30 December, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : লোকসভায় পাশ হয়ে গেল প্রতিবন্ধী অধিকার বিল।

এবার থেকে প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ২ বছরের কারাদন্ড হবে।

রবিবার: নিয়োগ করা হল ৪ নয়া প্রধান। সেনাপ্রধান হবেন বিপিন

রাওয়াত। বিমানবাহিনী, আইবি ও 'র' এর প্রধান হচ্ছেন যথাক্রমে বীরেন্দ্র সিং ধাওনা, রাজীব জৈন ও অনিল ধাসমানা।

সোমবার: যুব হকিতে বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে

বিশ্বকাপ জিতল ভারত। ২০০১ এর পর এটা ভারতের দ্বিতীয় যুব বিশ্বকাপ জয়।

মঙ্গলবার: জাতীয় পরিবেশ আদালত নির্দেশ দিল প্রকাশ্য রাস্তায়

বা নর্দমায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা ১০ হাজার টাকা। আদালতের আরও নির্দেশ আবর্জনা নষ্ট করার দিকে নজর রাখতে হবে পুর-প্রশাসনকে।

বুধবার: চিনের দাদাগিরি অব্যাহত। চিন সীমান্তে গ্রামবাসীর

তেষ্টা মেটাতে জলের পাইপ পাততে গেলে বাধা দিচ্ছে চিন। সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীরা উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ইতিমধ্যেই গ্রাম ছেড়েছেন শুধুমাত্র চিনের অত্যাচারে।

বৃহস্পতিবার: পুলিশকে বোম মারুন বলেও বেকসুর খালাস পেলেন

তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। অভিযোগের কোনও প্রমাণই দিতে পারে নি পুলিশ। এসব দেখে জনগণ হাসছে।

শুক্রবার: মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ। এই আহ্বান

যে প্রহসনে পরিণত হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। সরকারি পয়সায় দেদার লাগানো বিজ্ঞাপনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবার মার খেলেন শিলিগুড়ির শিক্ষক। অভিযোগ মোবাইল কানে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করেন তিনি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রাহুলের হুলে বিষ কই?

ওঙ্কার মিত্র

অনেকটা সেই শরৎবাবুর অভাগীর গল্পের মতো। যেখানে অভাগীকে মরে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে সে এতদিন মরেনি। কালো টাকার অবস্থাও অনেকটা তাই। এ দেশের ছোট থেকে বড় সব নাগরিকেরই দাবি তাদের কাছে কোনও কালো টাকা নেই। এমনকি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ঘোষণার সুযোগেও বেশিরভাগই এগিয়ে আসেনি কালো টাকার অস্তিত্বের জানান দিতে। শেষপর্যন্ত সেই নোটকে মেরে ফেলেই প্রমাণ করতে হল এর অস্তিত্ব কত প্রকট ছিল আমাদের ঘরে ঘরে। আজ হাওলাদার, কাল প্রোমোটার, পরশু স্বর্ণ ব্যবসায়ী কিংবা ব্যাঙ্ক কর্মচারিরা ধরা পড়ছেন। আর কালো টাকার অস্তিত্ব যেন আরও ঠিকরে বেরোচ্ছে।

সাধারণ মানুষ অনেক কষ্ট সত্ত্বেও একে বলছেন ভালো পদক্ষেপ। যাদের কাছে কালো টাকা থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তারা ভাবছেন দেশের অর্থনীতিটা সাফ হলে যদি মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি কমে তবে তারা একটু স্বস্তি পান। আর যাদের কাছে দেদার কালো টাকার নোট তারাও সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কখন ধরা পড়বেন এই আশঙ্কায়। অনেকে আবার চিল-চিৎকার জুড়ে এর প্রতিবাদ করতেও ছাড়ছেন না। তবে এই দলে সামনের সারি দখল করেছেন দেশের কিছু

রাজনীতিবিদ যারা নিজেদের একশো ভাগ সৎ ও স্বচ্ছ বলে দাবি করেন। এই প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অবশ্য একটা চোরা প্রতিযোগিতা আছে। কে বেশি সোচ্চার হয়ে গায়ের জ্বালা মেটাতে পারেন। মোদি বিরোধিতার এই প্রতিযোগিতায় নভেম্বর যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস হয় তবে ডিসেম্বরটা নিঃসন্দেহে রাহুল গান্ধির। কংগ্রেসের এই তরুণ তুর্কী লোকসভা চলাকালীন বাইরে এসে জানিয়েছিলেন মোদির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে যা প্রমাণ আছে তাতে ভারতীয় রাজনীতিতে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। অবশেষে দুদিন আগে তিনি সেই ভূমিকম্পকে দুটি ডায়েরির পাতা ও একটি প্রশ্নের খড়কুটোয় পরিণত করেছেন। রাজনীতির রিখটার স্কেলে যার মাত্রা মাইনাসে। ডায়েরির পাতায় লেখা আছে সাহারার কাছ থেকে ৯ বার এবং বিড়লা গোষ্ঠীর থেকে ১ বার ঘুষ নিয়েছেন মোদি। রাহুলের প্রশ্ন, নরেন্দ্র মোদিকে জবাব দিতে হবে তিনি ঘুষ নিয়েছেন কিনা। খুব ভালো কথা। ভারতবাসীও এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়।

কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। এই বিতর্কে যিনি প্রশ্নকর্তা তিনি গান্ধি পরিবারের সদস্য। যার পূর্বসূরী পিতা, ঠাকুমা ও মাতামহের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধে আছে ভারতবাসীর মনে। দেশের স্বাধীনতার পর থেকে এতগুলি বছর কেটে গেলেও এই প্রশ্নের কোনও জবাব মেলেনি রাহুলবাবুর

পূর্বজদের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধি যে দলকে কাঁধে নিয়েছেন তার কাছেও মানুষের সওয়ালের অন্ত নেই। এদেশের ১০টি বড় কেলেঙ্কারির বেশিরভাগই রাহুলের দলকে কলুষিত করেছে। এরমধ্যে অনেক উত্তর এদিক ওদিক করে মানুষকে ভোলালেও আজও একটি অমোঘ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে আপামর দেশবাসী। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকারের বিপুল তহবিল কোথায় গেল? রাহুলবাবুর কাছে কী এর সদুত্তর আছে? এর কোনও নথি কী আপনার কাছে আছে? আপনি কী আপনার মাতামহের কোনও ডায়েরির পাতায় এর হদিশ করেছেন? সম্ভবত না। তবে আপনার পূর্বসূরীদের কলঙ্কমোচনে এর উত্তর খুঁজে বের করুন। হয়তো ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ এর মধ্যরাতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে বসে নেহরুজি যে চুক্তি করেছেন তাতেই নিহীত আছে এর উত্তর। খুঁজে দেখার চেষ্টা করুন। এরপর তো রইল হর্ষদ মেহতা, ২জি, ৩জি সহ রাশি রাশি প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তাকে মনে রাখতে হয় সে নিজে কাঁচের ঘরে বসে আছেন কিনা। প্রশ্ন অনেক করা যায়। নিজের উত্তরের পালা এলে চুপ করে থাকাটা ঘোরতর অন্যায়।

গ্রামের নার্সিংহোমে যেতে ভয় পাচ্ছেন শহুরে ডাক্তাররা

কল্যান রায়চৌধুরী

বেশ কিছুদিন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা খবরের শিরোনাম থেকে দূরে থাকলেও, অপরাধের অমোঘ নিয়মে আবার দখল করে নিয়েছে সংবাদের শিরোনাম। এবারের বিষয় হল, শিশু পাচার। সম্প্রতি বাদুড়িয়া নার্সিংহোম ও মছলন্দপুরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শিশুপাচারকে কেন্দ্র করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আবার খবরের শিরোনামে। যা সবাইকে চমকে দিয়েছে। বাদুড়িয়া নার্সিংহোম থেকে প্রকাশ হওয়া এই উৎসের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। এমনকি একই ধাঁচে শিশু পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে অন্যান্য জেলাতেও। শিশুপাচার সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠা শুরু হয়েছে বাদুড়িয়া নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে। শিশু পাচারকে ঘিরে আজ রাজ্য রাজনীতি সরগরম। এমনকি এই বিতর্কের ঢেউ আছড়ে পড়েছে কেন্দ্রেও। যে কারণে কয়েকদিন আগে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট-এর প্রধান রূপা কাপুর জেলায় এসে ঘুরে গিয়েছেন। শিশু পাচারের সঙ্গে জড়িত অনেক ডাক্তারের নামও উঠে এসেছে অভিযুক্তদের তালিকায়। শহরতলি ও গ্রামের নার্সিং হোমগুলির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ধরানো হয়েছে

ধরপাকড়ের জের

ডাক্তারের অভাবে রোগীরা চিকিৎসার আশায় দিন গুনছেন।

নোটিশও। অভিযোগ উঠেছে জেলার বেশিরভাগ নার্সিংহোমই ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে। আর তাই বারাসত ও কলকাতার বেশ কিছু ডাক্তার গ্রামের নার্সিংহোমগুলিতে যাওয়া আপাতত বন্ধ করে দিয়েছেন বলে খবর। এর কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহলের মন্তব্য, বাদুড়িয়া কান্ডের পরে প্রত্যেক ডাক্তারের মনেই একপ্রকার চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তাঁরা যে সব নার্সিংহোমগুলির সঙ্গে যুক্ত তারা সমস্ত নিয়মকানুন মেন নার্সিংহোম চালায় কিনা, তা ডাক্তারদের পক্ষে সবসময় বোঝা সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাঁদেরকে সামনে রেখে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পিছনে অন্য কোনও কারবার করছে কিনা, এ বিষয়েও চিকিৎসকরা রীতিমত সন্দিহান। তাই এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় জেলা সদর বারাসত সহ বনগাঁ, বসিরহাট, হাবড়ার ডাক্তাররা গ্রামের নার্সিংহোমগুলিতে যাওয়া আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। বারাসতের জনৈক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আমি গ্রামাঞ্চলের পাঁচটি নার্সিংহোমের সঙ্গে জড়িত। রোগী দেখে কেস করে (ডেলিভারি) চলে আসি। এখন সেই নার্সিংহোম সব নিয়ম মানছে কিনা বা কোনও অনিয়ম করছে কিনা, তা ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অথচ যদি কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে আমিও ফেঁসে যেতে পারি। তাই আমি আপাতত ওই নার্সিংহোমগুলিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।' বনগাঁর এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞও একই সুরে বলেন, 'আমি সাধারণত সব কেস বনগাঁতেই করি। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের কয়েকটি নার্সিংহোমেও কেস করে আসি। কিন্তু এখন এসব ঘটনা সামনে আসার পর আর ভরসা পাচ্ছি না। তাই এখন আর যাচ্ছি না।' বসিরহাটের এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কথায়, 'গ্রামের তো দূর অস্ত। আমি বসিরহাটের দুটি নার্সিংহোমকে নিয়ম মেনে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বলেছি। না হলে ছেড়ে দেব বলে জানিয়ে দিয়েছি।' এ প্রসঙ্গে হাড়োয়া ব্লকের এক নার্সিংহোমের মালিক বলেন, 'আমার নার্সিংহোম আমি নিয়ম মেনেই চালাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শহরের তিনজন ডাক্তার আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে আমার আয়ে প্রচুর ঘাটতি হচ্ছে। অথচ ওঁনারা না আসার কারণ স্পষ্ট করে না বলে ব্যস্ততার কথা শোনাচ্ছেন। রোগীরাও সমস্যায় পড়েছেন।' এ বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্টের নিয়ম সব নার্সিংহোম মানছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। অনিয়ম ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসকরা জানিয়ে রেখেছেন।

প্রতারণার ফাঁদ ছয়ের পাতায়

নোট বাতিলের জেরে বিপাকে পড়ে

সীমান্তে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে জঙ্গিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোদি সরকারের পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যের সুন্দরবনের সীমান্ত লাগোয়া নদী উপকূলবর্তী এলাকায় মৌলবাদী জেহাদি জঙ্গিদের নতুন ধরনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পুরনো নোট বাতিলের জেরে জেহাদি জঙ্গিরা বেকায়দায় পড়েছে। কারণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট এ রাজ্যের জঙ্গিদের হাতে আসত তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জাল নোটের ব্যবসায় যে মুনাফা হত, তা দিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপ চলত। জঙ্গিদের এখন অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল। তারা অনেকেই সুন্দরবনের অরক্ষিত নদী পথে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার তাল খুঁজছে। কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের উপকূল রক্ষী বাহিনী জোরদার নজরদারি করায় জঙ্গিরা সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে থাকলেও ও দেশে যেতে পারছে না।

এ রাজ্যের সুন্দরবন এলাকায় মোট ১০২টি দ্বীপ আছে, যার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষ থাকে। বাকি ৪৮টি দ্বীপ জনশূন্য। ওই সব দ্বীপে যাতে জামাত-উল-মুজাহিদিন কিংবা আইএস জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়তে না পারে তারজন্য উপকূল রক্ষী বাহিনী ''আভাগড়'' নামে নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে নজরদারি শুরু করেছে। অন্যদিকে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে প্রত্যন্ত দ্বীপেও বাংলাদেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী নতুন করে নজরদারি বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি দুই দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী, বিএসএফ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এ রাজ্যের নিউটাউনে উচ্চ স্তরের সভায় মিলিত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ওপারের অনুপ্রবেশকারী অনেকেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও ব্যাঙ্কের পাস বই করে লেনদেন করছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই জামাত-উল মুজাহিদিন কিংবা আইএসের মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাদের চিহ্নিত করা গোয়েন্দাদের কাছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার শাসকদলের ছাতায় আশ্রয় নিয়ে দেশ বিরোধী ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে টার্গেট করে অপপ্রচার শুরু করেছে। ইসলামিক জেহাদি জঙ্গিরা তাদের পুরনো অ্যাজেন্ডা সারা বিশ্বে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠার শ্লোগানকে সামনে এনে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যুবক-যুবতীদের বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে। বিভিন্ন জায়গায় সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষছে এইসব বেকায়দায় পড়া জঙ্গিরা।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর রাজ্যের শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রী যত বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন, ততই নাকি জেহাদি মৌলবাদী জঙ্গিদের সুবিধা হচ্ছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক লড়াইকে তারা তাদের ধর্মীয় প্রচারের হাতিয়ার করে ধর্মীয় জেহাদের বিষ ছড়াচ্ছে। এই বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে একটি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা।

অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর হয়েছে পুলিশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনুপ্রবেশ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি অগ্নিগর্ভ সমস্যা। এর প্রধান কারণ, রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যে অনুপ্রবেশ হয়, তার প্রায় অধিকাংশই ঘটে এই জেলায়। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দামহল সহ তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। এ কারণে উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী যেমন তৎপরতা বেড়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর, তেমনই রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশি নজরদারিও কঠোর করা হয়েছে। বসিরহাট মহকুমার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) আনন্দ রায় এক সাক্ষাৎকারে হাসনাবাদ থানা এলাকা সম্বন্ধে নজরদারি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, অনুপ্রবেশ সম্পর্কে রিপোর্টিং অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সঙ্গে আছে বসিরহাট ও স্বরূপনগর থানা এলাকায় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিও। এই মহকুমা এলাকায় সবকটি থানাকেই কঠোর নজরদারির কথা জানানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। হাসনাবাদ থানার ওসি শংকর নারায়ণ সাহা বলেন, 'রাত্রিবেলা বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পিকেটিং চলে। বিশেষ করে থুবা মোড়, চৌরঙ্গী, ত্রিমোহিনী এগুলো জংশন। এখান থেকে বিভিন্ন রুটে বেরনো যায়। নদীপথে বিএসএফের সাথে যৌথ টহলদারি ও রেইড করা হয়।'

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মূলত ২ লক্ষ ৫০ হাজার জনসংখ্যা ও ২৯৫ বর্গ কিমি বিশিষ্ট এই থানা এলাকার অপরাধ বলতে বধূ নির্যাতন ও জমি-জায়গা সংক্রান্ত। এর মধ্যে আছে হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ দুটি পঞ্চায়েত সমিতি, হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট (উত্তর) ও বসিরহাট (দক্ষিণ) এই তিনটি বিধানসভা এবং টাকি পুরসভা। মাত্র প্রায় সাত মাস হল, শংকরবাবু এই থানার ওসি হয়ে এসেছেন। প্রায় বছর চল্লিশ ধরে চলা কাউগাছির একটি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন কঠোর হাতে। একটি মসজিদ তৈরিকে ঘিরে এখানে প্রায় ৩০ ঘর হিন্দু ও ২৫ ঘর মুসলিমদের বিবাদ চলছিল। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষভাবে বিবদমান উভয় পক্ষের অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে প্রশাসনিক দক্ষতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বাওয়ালিতে যুবককে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার মা

আলিপুর বার্তার অন্তর্তদন্ত

কুনাল মালিক

গত ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে নটা নাগাদ দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার দক্ষিণ বাওয়ালি গ্রামে শংকর দাস (৩২) নামে এক যুবককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনার পর পুলিশবাহিনী এসে জনতাকে শান্ত করে। খুনের ঘটনার পর মৃতের ভাই শুভঙ্কর দাস পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন নিজের মা আরতি দাস ও তিন প্রতিবেশী যুবক কৃষ্ণপদ দাস (কেষ্ট), সৌরভ দাস এবং গৌতম দাসের বিরুদ্ধে। পাড়া প্রতিবেশীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, যে অনুরূপা দাস নামে এক মহিলাও ঘটনার সময় রাতে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ প্রথমে অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনের বিরুদ্ধে ৩০২, ৩৪১, ৩২৬, ১২০ আইপিসি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে আরতি দাসকে গ্রেফতার করে। ১৯ ডিসেম্বর তাকে কোর্টে পাঠালে বিচারকের আদেশে তার জেল হেফাজত হয়। পরের দিন পুলিশ অনুরূপা দাসকেও গ্রেফতার করে। অন্য তিন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ঘটনার পর গ্রামে গিয়ে দেখা গেল এলাকায় চাপা আতঙ্ক ও উত্তেজনা আছে। পুলিশি টহলদারি অব্যাহত আছে। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, আইসি নোদাখালি বিশ্বজিৎ পাত্রর সঙ্গে দেখা করে, প্রকৃত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

ঘটনায় প্রকাশ, গত ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ শংকর দাস (গান্ধি) বাওয়ালি ফুটবল ক্লাব থেকে বাড়ির উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয়। সূত্রের খবর পুরনো বাড়ির কাছে তার ওপর চড়াও হয় কৃষ্ণ দাস, সৌরভ দাস এবং গৌতম দাস। পুলিশের অনুমান ভারি কিছু দিয়ে প্রথমে শংকরকে মাথায় আঘাত করা হয়। পরে ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে মুখে কোপানো হয়। থুতনিতে কোনও অস্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া

হয়। এই ঘটনার সময় কৃষ্ণপদ দাসের দিদি অনুরূপা দাস উপস্থিত ছিল বলে গ্রামের অনেক মানুষ দাবি করেন। বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক রাধা মোহন দাসের স্ত্রী স্বপ্না দাস ঘটনার পর শংকরকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে আঁতকে উঠে ঘরে ঢুকে যায় বলে সূত্র মারফৎ জানা যায়। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণপদ দাস, রাধামোহনকে ডাকতে দরজায় ধাক্কা দেয়। যদিও ভয়ে রাধামোহনের স্ত্রী দরজা না খুলে বলে দেন রাধামোহন বাড়ি নেই। রাধামোহনের সঙ্গে কৃষ্ণর সম্পর্ক ভাল ছিল না।

অনেকে আশঙ্কা করছেন ঘটনার সাক্ষী লোপাট করার জন্য কৃষ্ণরা কি রাধামোহন কিংবা রাধামোহনের স্ত্রীকে আক্রমণ করতো? গ্রামের লোক পরে শংকর দাসকে উদ্ধার করে বজবজের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, শংকরের মৃত্যু হয়। বজবজ থানার এক পুলিশ অফিসার জানান, শংকরের মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেছি। দেখে মনে হয়েছে পূর্ব পরিকল্পিত কোনও হত্যার ঘটনা। কিন্তু কেন এই খুন? গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল। মৃত শংকর দাসের মা আরতি দাসের সঙ্গে অবিবাহিত কৃষ্ণপদ দাসের নাকি অবৈধ সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন। যা শংকর মেনে নিতে পারেনি। যা নিয়ে মায়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই বিবাদ-হাতাহাতি হত। বছরখানেক আগে কৃষ্ণপদ দাস ও শংকর দাসের মধ্যে মারামারিও হয়েছিল। প্রতিবেশীরা জানায় শংকর দাস মেরে কৃষ্ণপদ দাসের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই কি এই খুন? নাকি অন্য আরও কোনও ষড়যন্ত্র আছে? শংকর দাস মায়ের ব্যভিচারের ঘটনায় নাকি লজ্জিত হয়ে নিজের ঘরে না থেকে গ্রামেরই অন্যত্র ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কিন্তু ওইদিন রাতে তার প্রতিপক্ষের জায়গায় একা একা যেতে গেলেন কেন? কে তাকে ডেকে নিয়ে গেল? এই প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ সূত্রের খবর, সব দিক খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত করছে, তদন্তের স্বার্থে সব কিছু এই মুহূর্তে বলা যাবে না।

ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশ, ভারতীয় অর্থ বাজারও

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

৯ হাজারের ভারতীয় নিফটি এখন অবস্থান করছে ৮ হাজারের ঘরে। এর থেকে খুব বেশি হলে ৮২৫০ পর্যন্ত নিফটি যাচ্ছে। তারপর আবার থোর-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোরের মতো হাল হচ্ছে বাজারের। অর্থাৎ ওঠার জায়গাতে গিয়েই বারবার গোত্তা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজার। আপাতত ৩-৬ মাস বাজারে অচলাবস্থা চলবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে সামনের বাজেট পর্ব, ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাজারে টালবাহানা চলার কথা। আসলে নোট বাতিলের জের এখনও ভালোমতো রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। যে কোনও ভালো সিস্টেমের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠতে যে একটু সময় লাগে সেটা তো মোটের ওপর সবাই জানেন। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ডিসেম্বর মাসে বিদেশিদের বেচার পুরনো ট্র্যাডিশন রয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ অন্য মত পোষণ করছেন। তাদের বক্তব্য, যা কারেকশন হওয়ার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। আর খুব বেশি নিচে যাবে না বাজার। আগামী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি জুড়ে যে ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব চলবে তার ওপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল ভারতের শেয়ার বাজার। এর ভালো-খারাপের একটা বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে ভারতীয় বাজারে।

বেশ কিছুদিন একটানা বাড়ার পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে এক বড়োসড়ো কারেকশন বা সংশোধনী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এতটা বাড়ার পর কবে এই সংশোধনী আসবে তা নিয়ে বেশ কিছুদিন মার্কেটে ফিসফাস চলছিল। তাও বাজার খুব একটা নীচে আসছিল না। মনে করা হচ্ছিল বাজার বুঝি আরও ওপরে অবস্থান করবে। কারণ নীচে আসার মতো কোনও কারণ বাজার খুঁজে পাচ্ছিল না। ঠিক এই অবস্থাতেই হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি খবর বাজারকে নাড়া দিয়ে গেল। মানে পতনের দিকে টেনে আনতে সাহায্য করল। তার মধ্যে ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া, ভারত সরকারের রাতারাতি পুরনো ৫০০-১০০০ টাকার নোট নাকচ করা ইত্যাদি। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কাজ করছিল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক ফেডের সুদের হার বাড়াবার একটা ভীতিও কাজ করেছে। মনে রাখতে হবে এর ফলে কিন্তু ভারত তথা যেসব দেশে এইসব বিদেশিরা পুঁজি লাগান তারা হঠাৎ করে টাকা তুলে নিতে পারেন। যার দরুণ ভারতের ইনডেক্স অনেকটাই তলিয়ে যেতে পারে। এই যে কিছুদিন আগে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স তাদের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠেছিল তার প্রধান বদান্যতা অবশ্যই বিদেশি লগ্নিকারী বা এফ-২দের ওপর ভর করে। এরা যদি ভারতের বাজার থেকে তাদের টাকা তুলে নেন তবে মার্কেট পড়তে বাধ্য। এই ভীতিতেই আবার ভারতের যেসব ট্রেডিং ইনস্টিউটশন আছে তারাও বেচতে শুরু করেছে।

বিদেশিরা যখন ভারতের বাজারে ভরপুর কিনছিল তখন কিন্তু অনেক সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছিল ডোমেস্টিক লগ্নিকারীরা। বিদেশিদের বিক্রির সিঁদুরে মেঘ আকাশে ঘনীভূত হলেই এরা সাবধান হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। আসলে ২০০৮-

অর্থনীতি

০৯ সালের রিসেশন থেকে এরা অনেকটাই শিক্ষা নিয়েছে। সেসময় বিদেশিদের তালে তালে এরাও প্রচুর কেনাকাটা করত। পরে বিদেশিরা যখন সময়ে বুঝে তাদের মাল বেচতে শুরু করত তখনও এরা খরিদারিতে মন দিত। এর ফলে যা শিক্ষা পাওয়ার তা পেয়েছে এই ডোমেস্টিক বা অভ্যন্তরীণ ট্রেডাররা। সবথেকে বড় কথা এই ডোমেস্টিকরা যেসব মিউচুয়াল ফান্ড খুলে রেখেছে তারা সাধারণ মানুষের লগ্নি করা টাকা বাজারে খাটায়। ফলে বাজার পড়ে গেলে এদের ক্রেতাদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এখন ভালো মাপের লাভ পেতে শুরু করলেই এরটা বেচতে শুরু করে দেয়। গত কয়েকমাস আগে ভারতীয় শেয়ার বাজার যখন তেড়েফুঁড়ে বেড়েছে তখনও এই দেশিয় লগ্নিকারীরা বেচার ভূমিকাতেই বেশি থেকেছে। বরং এদের জায়গায় কেনাকাটার তুফান তুলে দিয়েছিলেন বিদেশিরা। এফ-আইআইদের ওপর ভর করেই ভারতের বাজার সাম্প্রতিক সময়ের সবথেকে ভালো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। তালটা কেটে গেল গত মাস দেড়েক ধরে। ভারতীয় নিফটি ৯০০০ হাজার থেকে পড়তে পড়তে চলে এসেছে প্রায় আট হাজারের ঘরে। এইসময় বিশেষজ্ঞদের গরিষ্ঠ অংশ বলছে ভারতীয় শেয়ার বাজার আর খুব বেশি পড়বে না। বরং এই ৭৮০০-র বড়জোর যেতে পারে ভারতীয় নিফটি। সেনসেক্স হতে পারে ২৩-২৪ হাজার। এই অংশের কথা যদি মিলে যায় তাহলে এখন ভারতীয় বাজার যে সুযোগ দিচ্ছে নিচের লেবেলে চলে এসে তাতে করে উৎসাহভরে নিচে আসা ভালো স্টক এইসময়ে কিনে রাখা উচিত। বিশেষ করে যারা দীর্ঘমেয়াদি লগ্নিতে বিশ্বাসী তার এই সময়ে যতটা সম্ভব ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে রাখতে পারেন। তবে এই খরিদারির ক্ষেত্রে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে। কারণ যেভাবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমছে তাতে করে খুব বেশিদিন হয়তো আর সুদের হার কমানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

সুদের হার যবে থেকে চক্রাকার হারে নিচের দিকে আসতে শুরু করেছে শিল্পগুলি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। তাই এমতাবস্থায় সুদের হার কমানোই একমাত্র রাস্তা ভারতের অর্থনীতির মানোন্নয়নে। আগামী দিনে আশা করা যাচ্ছে সুদের হার আরও কমানোর রাস্তায় হাঁটবে ভারতের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যদি এর মধ্যে সুদ না কমে তবে বিদেশিরা কিন্তু ভারতীয় বাজার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব নেবে এবং তাদের যাবতীয় লগ্নি এখান থেকে তুলে নেবে। এই ভয়টাই এখন ভারতীয় অর্থনীতির কারবারিদের ভাবাচ্ছে। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যা মতিগতি তাতে সুদের হার যে কমবেই তা বুক ঠুকে বলা যাচ্ছে না। আর যতদিন না পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার তথা অর্থনীতি বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করবে। উল্লেখ্য, জাপান এবং চিনে তাদের শীর্ষ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর রাস্তা নিয়েছে। তবে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি এতটা বড় বিপদ নয়। বরং ভারতের ক্ষেত্রে বরাবর মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারটা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় অর্থনীতিকে টেনে তুলতে আরও কিছু ঘটনা অনুঘটকের কাজ করতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দেশের সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মোদি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর আর্থিক সংস্কারের ব্যাপারে অনেকটাই ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছিল। ক্ষমতায় আসার প্রায় আড়াই বছর কেটে গলেও মোদি সরকার সেই ব্যাপারে খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেনি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় তাদের সেভাবে জোর নেই। তাই বিরোধীরা বিমা বিল সহ বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপে বাধা দিচ্ছে। যদিও এই যুক্তি মানতে রাজি নন এদেশে লগ্নি করতে আসা বিদেশিরা। তাদের কাছে কাজই সব থেকে বড়ো পদক্ষেপ।

তবে মোদি সরকারের নোট নাকচের সিদ্ধান্ত নিয়ে এদেশের কিছু বিরোধী দল বা তাদের নেতানেত্রীরা যতই হল্লা করুক না কেন, সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ যারা দিন আনি দিন গুজরানের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত তারা দু'হাত তুলে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন মোদি সরকারের এই মাস্টার স্ট্রোককে। বস্তুত নরেন্দ্র মোদি এক নতুন বিপ্লব এনেছেন আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর। নগদমুক্ত লেনদেন শুরু হলে তা আরও ত্বরান্বিত হবে। আর বৈপ্লবিক এই পটভূমিকায় ইতিহাস বলে বিরোধিতা আসে সর্বাধিক। সেটাই সম্ভবত এখন চলছে ভারত জুড়ে। এর প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে দিতে পারলে আর এই দেশকে পায় কে। তরতর করে আরও নয়া শৃঙ্গের দিকে ছুটতে থাকবে বাজার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬

মেষ : মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ-ভূমি ও জমি-জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন।

রাজ্যে ২২৫৬ শিক্ষক

ওয়ার্ক এডুকেশন ও ফিজিক্যাল এডুকেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের আপার প্রাইমারি স্কুলগুলিতে ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা নিতে চলেছে রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন। এটি এই দুই বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রথম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট। ফিজিক্যাল এডুকেশনের জন্য রাজ্যে ১০১৯, ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্য ১২৩৭। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। তবে, পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আবেদন করা যাবে অনলাইন কমিশনের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.westbengalssc.com ফি হিসেবে দিতে হবে ২৫০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৮০ টাকা)। ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন আবেদনের নিয়ম, ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সবিস্তার জানতে আগ্রহীরা দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ১১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেডসম্যান মেট, মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ১১৪ জন গ্রুপ 'সি' কর্মী নেবে ১৭ ফিল্ড অ্যামিউনিশন ডিপো। এটি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই নিয়োগের রিক্রুটমেন্ট নম্বর davp 10202/11/0223/1617.

ট্রেডসম্যান মেট পদের জন্য ৯৭টি (সাধারণ ৫৭, তফসিলি জাতি ১০, ওবিসি ৩০। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী, ১০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ও ৫টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত) মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ১। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত), লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের জন্য ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ৩। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত) শূন্যপদ রয়েছে। বেতনক্রম : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.indianarmy.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি। প্রার্থীদের সুবিধার্থে আগাম এই খবর জানানো হল। আগ্রহীরা চোখ রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশনে

স্যাম্পলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জন কর্মী নেবে মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশন। চুক্তিতে নিয়োগ হবে স্যাম্পলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 05/Rectt./2016.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ নম্বর-সহ বিএসসি। বিএসসি-তে অন্যতম বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা জিওলজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২৪-১১-২০১৬ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mecl.gov.in অনলাইনে আবেদন করা যাবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থীরা চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। আবদেনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই ইমেল ঠিকানায় : recruitment@mecl.gov.in

শব্দবার্তা ১০

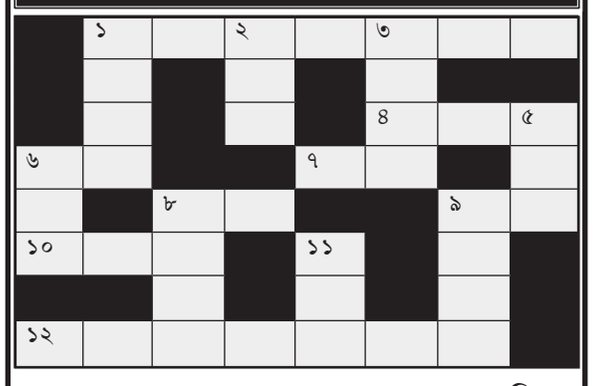

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিপদ বা অসুবিধা মোচন ৪। মুখোপাধ্যায় বংশ ৬। নশ্বর ৭। বৈষ্ণব মতে ভগবানের সঙ্গে সমপ্রাণতামূলক রস বিশেষ ৮। বিচক্ষণ ৯। — দেওয়া ১০। কাতরোক্তি ১২। চানাচুর বা ডালমুট জাতীয় মুখরোচক পাঁচমিশেলি খাবার।

উপর-নীচ

১। পথিক ২। কুৎসামূলক গল্প ৩। আনুকূল্য ৬। '— ও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে' ৫। ছোট তেপায়া টেবিল ৮। প্রতিধ্বনি ৯। কোনোকিছু ভালো লাগলে তাতে ডুবে যাওয়া ১১। মৃত্যু।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯

পাশাপাশি : ১। বটিকা ৩। খাপ্পা ৪। বাধ ৬। নাল ৭। বরা ৮। ধারাকদম্ব ১০। দুঃসময় ১২। জামা ১৫। মেঘ ১৬। দান ১৭। দোষ ১৮। তন্দুর।

উপর-নীচ : ১। বধিবে ২। কাবাব ৩। খাল ৫। ধরাধাম ৬। নায়ক ৯। রায়জাদা ১১। সংঘ ১৩। মানত ১৪। রানার ১৫। মেষ।

ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির সি-ম্যাট পরীক্ষা ২৮ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির জন্য দেশজুড়ে 'কমন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট' (সি-ম্যাট) আয়োজিত হবে ২৮ জানুয়ারি। এটি এ আইসিটিই (অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন) অনুমোদিত বি-স্কুলগুলিতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির যোগ্যতামান যাচাইয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা নেবে এ আইসিটিই।

যে কোনও শাখার ৩ বছরের গ্র্যাজুয়েটরাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে ভর্তির আগে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়ে যেতে হবে।

অনলাইন পরীক্ষা হবে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও দুর্গাপুর। পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র : জামশেদপুর, ভুবনেশ্বর, রাঁচি, গুয়াহাটি ও আগরতলা।

৩ ঘন্টার পরীক্ষায় মোট ৪০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক ও ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, লজিক্যাল রিজনিং, ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি বিষয়ে ১০০, প্রশ্ন হবে ২৫ টি করে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aicte-cmat.in অনলাইন আবেদন করা যাবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ১,৪০০ টাকা (সেইসঙ্গে ব্যাঙ্ক চার্জ)। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা। চালানের মাধ্যমের ফি জমা দেওয়া যাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। সিস্টেম জেনারেটেড চালান পাবেন উপরোক্ত ওবেয়সাইটেই। এছাড়া নেট ব্যাঙ্কিং অথবা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেও ফি জমা দেওয়া যাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন ওপরের ওবেয়সাইটে। ফোন : (০২২)৬৬২৫-৮৩০৪ (সকাল ৮টা থেকে ১০টা)।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মৃত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : এক সিভিক পুলিশের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল গোঘাট পুলিশ থানা চত্বর। হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী (২৭) এই গোঘাট থানায় কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত ছিলেন। থানার পেছনেই তাঁর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ করা হয়। হরেকৃষ্ণবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, চেয়ার টেবিল ভাঙচুরও করে ও পথ অবরোধ করে। অবরোধ তুলতে গিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করলে প্রায় ৭–৮ জন পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত প্রধান। পুলিশের বক্তব্য হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেছেন।

বাঘের আক্রমণে জখম

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুক্রবার নদীতে কাঁকড়া ধরার সময় বাঘে আক্রমণ করলে গুরুতর জখম হয় এক মৎস্যজীবী। জখম মৎস্যজীবীর নাম স্বপন মন্ডল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন কোস্টাল থানার মরিচঝাপি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ গড়াল নদীতে কাঁকড়া ধরছিল মৎস্যজীবীরা নৌকার উপরে বসে। প্রায় ৩০ কেজির মতন কাঁকড়া ধরে রেখেছিল নৌকার মধ্যে। নৌকার মাঝি স্বপন মন্ডল শক্ত করে ধরে ছিল নৌকার হাল। হঠাৎই মরিচঝাপি জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৎস্যজীবী স্বপন মন্ডলের উপর এবং মৎস্যজীবীকে নিয়ে নদীর জলে পড়ে নৌকা থেকে। পড়ার সাথে সাথে জলের শব্দে বাকি মৎস্যজীবীরা দেখে বাঘে আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নৌকায় থাকা লাঠি–সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে বাঘের লড়াই। কিছুক্ষণ পর হাবভাব খারাপ দেখে মৎস্যজীবীকে ছেড়ে দিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। জখম মৎস্যজীবীকে নিয়ে বাকি মৎস্যজীবীরা নৌকা করে গোসাবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

নিত্য যানজটে নাজেহাল

সঞ্জয় চক্রবর্তী : দক্ষিণ পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্টেশন গুলির মধ্যে রামরাজাতলা হল একটি। এই স্টেশনের সংলগ্ন রেল লাইনের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে এলাকার যাতায়াতের মূল রাস্তাটি। আগে এই রাস্তাটি দিয়ে বাস যাতায়াত করত কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ। তবে এই রাস্তা দিয়ে এখনও অটো রিক্সা, স্কুল ভ্যান থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনে মালবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। একবার রেলগেট পড়লে সৃষ্টি হয় যানজটের। সকলেই এই যানজটের শিকার হচ্ছে। স্কুল কিংবা অফিস টাইম হলে তো কথাই নেই। এই নিত্য যানজটের হাত থেকে মুক্তি পেতে এলাকার মানুষের বহু দিনের দাবি একটি উড়ালপুলের।প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাটিও বেশ সরু। তাই রাস্তাটি চওড়া করার দাবি নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসীর। কিন্তু দীর্ঘ দিনের এই দাবি অধরাই রয়ে গিয়েছে। যাত্রীরা জানান, 'ভোটের সময় যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে উড়াল পুল তৈরি কথা বললেও বাস্তবে তা আজও হয়নি। বহু মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবি সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ চরম উদাসীন। দাবি জানিয়ে ক্লান্ত রেলযাত্রীরা এখন এই দুর্ভোগকেই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন। এলাকার মানুষ অপেক্ষা করছেন ফের কবে ভোট আসবে, আশ্বাস মিলবে রেল সেতুর। অবশ্য অনেকেই সে আশা দিবাস্বপ্ন বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের ধারণা এ জীবনে রেল সেতুর সুযোগ তারা পাবেন না।

ব্রতচারী গ্রামে হস্তশিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ডিসেম্বর কলকাতার ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী গ্রামে উদ্বোধন হল ৫৭তম ব্রতচারীর পূর্ণাঙ্গ উপশীলন শিবিরের। এই উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর উদ্বোধন হল হস্তশিল্প মেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের পর্যটন দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা জেপি সাউ, ডেভেলপমেন্ট কমিশনের সহকারি অধিকর্তা সুবির কুমার গুপ্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শিল্পী স্নেহাংশু শেখর দাস সহ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে ব্রতচারী সমিতির সম্পাদক কমলেশ চ্যাটার্জি বলেন ব্রতচারী গ্রামের ৭৫বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। যা বাংলার শিল্প সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। মেলায় পট, টেরাকোটা, উত্তরবঙ্গের বাঁশ, বেঁত, ঝিনুক, বাটি, শাড়ি, সিং শিল্প, চর্ম শিল্প প্রভৃতি নানা রকমের হস্ত শিল্পের আমদানি হয়েছে। দর্শক এবং ক্রেতাদের মধ্যে এই মেলা ঘিরে আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। মেলা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: এবার গঙ্গাসাগর মেলাতে পুণ্যার্থীদের নির্বিঘ্নে মেলায় পৌঁছে দিতে জোর দেওয়া হচ্ছে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের ওপর। কারণ এই নদীর পলি বছর ভর চিন্তায় রাখে প্রশাসনকে। এই নদীতে ভাঁটার সময় দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখতে হয় ভেসেল চলাচল। বছরের অন্য সময় ভেসেল পারাপার বন্ধ থাকলেও মেলার সময় দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে প্রশাসনকে। পুণ্যার্থীদের চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। তাই এবার মেলা শুরুর মাসখানেক আগে থেকে জোরকদমে শুরু হয়েছে পলি কাটার কাজ। কাজ চলছে কচুবেড়িয়া, হারউড পয়েন্ট ও বেনুবন পয়েন্টে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এই পলি কাটার কাজ করছে। আগামী ১৪ জানুয়ারি ভোরে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। সেই স্নানের সপ্তাহখানেক আগে থেকেই আনুষ্ঠানিক মেলা শুরু হয়ে যাবে। ঢুকতে শুরু করবেন পুণ্যার্থীরা। কিন্তু লট নম্বর ৮ থেকে মুড়িগঙ্গা নদী পার হতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ কেটে যাচ্ছে। বিশেষ করে ভাঁটার সময় অন্তত ৪ ঘন্টা ধরে ভেসেল চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে। বিশেষ করে একসঙ্গে অতিরিক্ত পুণ্যার্থীর ঢল নামলে হুড়োহুড়িতে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। গত ২০০৭ সালে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই স্মৃতি আর ফিরতে দিতে রাজি নয় প্রশাসন। জেলা শাসক পিবি সেলিম সম্প্রতি গঙ্গাসাগরে প্রস্তুতি বৈঠক সারেন। সেই বৈঠকে পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, দমকল পঞ্চায়েত ও সেচ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা সহ সাগর ও কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। বৈঠকে মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি কাটার ওপর জোর দেন জেলা শাসক। ইতিমধ্যে মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি কাটার কাজও শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের অনুমান এই পলি কাটা খুব ভাল হচ্ছে। ফলে ভাঁটার সময়ও খুব বেশিক্ষণ ভেসেল চলাচল বন্ধ রাখতে হবে না। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, পলি কাটার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেইমত কাজও চলছে দ্রুততার সঙ্গে। আশাকরি, এবার পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন।

অটো চালকদের হাতে প্রহৃত রিকশা চালকরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বেশ কয়েক বছর ধরে অটো দৌরাত্ম্য ও দাদাগিরি চলছে শহর থেকে শহরতলিতে। চলছে দেদার কাটা গ্যাস ও কাটা রুট। ঠিক এই ধারায় অটো চালকরা দাদাগিরি দেখালো গড়িয়ায় তেঁতুল বেড়িয়া রিক্সা স্ট্যান্ডে। এখানে পাশাপাশি দুটি স্ট্যান্ডে থাকে রিক্সা ও অটো। গত ১৬ ডিসেম্বর দুপুর বেলা তেঁতুল বেড়িয়া মধ্যম গ্রাম রিক্সা চালক সমিতি স্ট্যান্ডে যাত্রী তোলা নিয়ে ব্যাপক গন্ডগোল বাঁধে অটো চালকদের সঙ্গে রিক্সা চালকদের। শুরু হয় ধ্বস্তাধস্তি। অটো চালকরা নিয়ে আসে অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি। বেধড়ক মারে রিক্সা চালকদের। রিক্সা চালক লক্ষ্মীকান্ত কোলের অভিযোগ কিছুতেই তাদেরকে যাত্রী তুলতে দেয় না অটো চালকরা। তার প্রশ্ন, সব যাত্রী ওরা নিয়ে গেলে আমরা খাব কি? ওরা আমাদের রুজি রোজগার বন্ধ করে দিচ্ছে। অভিযোগ জমা পড়ে সোনারপুর থানায়।

গড়িয়া

অটো চালক কৌশিক, স্বপন, জীবন, সোমা, গোপালদের বিরুদ্ধে বারুইপুর কোর্টে মামলা দায়ের হয়। কেস নম্বর এম পি, ৩৭৫৯। গড়িয়ার বাসিন্দাদের দাবি আইএনটিটিইউসি করার ফলেই অটো চালকদের এই বাড়বাড়ন্ত।

এই ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় রিক্সা। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় গত ১৮ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টায় অভিযুক্ত অটো চালকদের শাস্তির দাবিতে সোনারপুর থানায় জড় হয় রিক্সা চালকরা। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় বলেন, আমি দু–পক্ষকেই ডেকেছি একটা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য।

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম ১, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের কার্যালয়ে মিটিং করে বাড়ি ফেরার সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারাল অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে গুরুতর জখম হন তৃণমূলের অঞ্চল সদস্য তথা আইএনটিটিইউসি সভাপতি আলমবারি শেখ। বর্তমানে তিনি বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার সোনাখালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তেঁতুলতলা গ্রামের বাসিন্দা আলমবারি সেখ রামচন্দ্রখালি তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সদস্য। তৃণমূলের তরফ থেকে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বলেন, বাসন্তী ব্লকে বামফ্রন্টের পায়ের তলার মাটি নেই। মাটি ধরতে সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করবার চেষ্টা করছে। মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে।

এ দিকে পুলিশ অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে রফিকুল সরদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

আগামী দিনে সুন্দরবনে তৈরি হবে ১৭টি পাকা সেতু : মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : আগামী দিনে সুন্দরবন জুড়ে আরও ১৭টি নতুন পাকা সেতু তৈরি হবে। রবিবার কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে সুন্দরবন দিবসের মূল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ঘোষণা করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। কাকদ্বীপের পাশাপাশি সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে এদিন সুন্দরবন দিবস পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্থানীয় ৭টি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে। পদযাত্রা শুরু হয় স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কের মোড় থেকে। পড়ুয়াদের হাতে ছিল সুন্দরবনের ওপর বিভিন্ন পোস্টার। স্থানীয় বাজার ঘুরে সভায় যোগ দেন পড়ুয়ারা। পদযাত্রায় মন্ত্রীর সঙ্গে হাঁটেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা। এদিন সুন্দরবনের ওপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। দু'দিন ধরে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন সুন্দরবন দিবসের অনুষ্ঠান সুন্দরবন বাঁচানোর শপথ বাক্য পাঠ করেন মন্ত্রী। পরে ভাষণে বলেন, 'সুন্দরবনকে বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্য দিতে রাজি হয়েছে। ম্যানগ্রোভ বাঁচালেই সুন্দরবন বাঁচবে। পাশাপাশি সুন্দরবনের সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে ১৭টি সেতু তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলো সেতুর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছু সেতুর প্রকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সেতুগুলি তৈরি হয়ে গেলে সুন্দরবনের শেষ সীমা গোবর্ধনপুর পর্যন্ত সড়ক পথে জুড়ে যাবে। নৌকা না চেপেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সুন্দরবনে। পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে এই পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সুন্দরবনে বসবাসকারী ৫০ লক্ষ মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নও গুরুত্ব পাচ্ছে।' অন্যদিকে পাথরপ্রতিমার গদামথুরা আদর্শ বিদ্যাপীঠের মাঠে এই ব্লকের সুন্দরবন দিবস পালন হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা, বিডিও শক্তি বড়া ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামা বিশ্বাস প্রমুখ।

শেষ হল জেলা সবলা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৭–২২ ডিসেম্বর বজবজ সুভাষ উদ্যোন মাঠে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অষ্টম বর্ষ জেলা সবলা মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হল। এবারের সবলা মেলার ভাবনা ছিল 'সুন্দরিনী' ও 'আমার শৌচাগার'। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, মহেশতলার বিধায়ক কস্তুরি দাস, মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার, দফতরের নোডাল অফিসার বিশ্বজিৎ পান্ডা, জেলার কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, ভক্তরাম মন্ডল, বজবজ পুরসভার চেয়ারপার্সন ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, বিডিও রীনা ঘোষ প্রমুখ। এবারের মেলায় ৭৩টি স্টলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত হস্তশিল্প বিপণন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। ১৯ ডিসেম্বর লোপামুদ্রা মিত্রের সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে। তবে বেশ কিছু স্টল ফাঁকা পড়েছিল। দফতরের আধিকারিক জানান, একই সময়ে কুলপীতে সবলা মেলা চলায়, সব স্টলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত হতে পারেননি।

আমার শৌচাগার মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ ডিসেম্বর আলিপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকে ডোঙাড়িয়া তরুণ সংঘের মাঠে 'আমার শৌচাগার মেলা' অনুষ্ঠিত হল। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে একটি র‍্যালি হয় অনুষ্ঠানের মাঠ পর্যন্ত। অংশগ্রহণ করেন আলিপুর সাব ডিভিশনের মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিল জ্যোতিপ্রকাশ হালদার প্রমুখ। মহকুমা শাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও আমাদের রাজ্যে অনেকের নিজস্ব শৌচাগার নেই। এটা ভাবলে লজ্জা হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমার শৌচাগার প্রকল্প শেষ করতেই হবে। কেউ যাতে খোলা মাঠে মল মুত্র ত্যাগ না করে তার জন্য সচেতন হতে হবে। ডাঃ তরুণ রায় বলেন, খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করলে নানা অসুখ বিসুখ হবে। আমরা যদি উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারি তাহলে শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমাতে পারব। সেই সঙ্গে নিরাপদ পানীয় জল পান করতে হবে। বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার আমার শৌচাগার প্রকল্পে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সিডিপিও পৃথা জানা, এসআই প্রশান্ত সাহা, সমিতির সহসভাপতি শ্রাবণী সাহা, নারী শিশু কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা বাগ প্রমুখ। আমার শৌচাগার মেলায় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের লোকপ্রসার কল্পে শিল্পী অনুপ নস্কর ও খোকন কর্মকার। মেলার আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন সমিতির জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরদার। তরুণ সংঘের সম্পাদক কৃষ্ণ মন্ডল ।

শুরু হচ্ছে কল্যাণী বই উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্ক ময়দানে কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ও কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে ২য় বার্ষিকি কল্যাণী বই উৎসব। বই উৎসব চলবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০১৭। সারা কল্যাণী এখন পোস্টারে ব্যানারে দ্বিতীয় বার্ষিকি বই উৎসব নিয়ে সেজে উঠেছে।গত বছরের ন্যায় এবারেও থাকছে নামকরা প্রকাশনার অনেকগুলি বইয়ের স্টল যেখানে পাঠক তাদের পচ্ছন্দ মত বই সংগ্রহ করতে পারবে।এর সাথে থাকছে প্রতি সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সঙ্গীতানুষ্ঠান। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করা ও সকলকে উৎসাহ প্রদানে থাকবে সাস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বাড়তি পাওনা হিসাবে থাকছে ভোজন রসিক বাঙালির নানা পদের খাবারের স্টল। আগামী ৩০ ডিসেম্বর বই উৎসবের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

মহানগরে

কেরল পারল, আমরা পারলাম না

বিশেষ সংবাদদাতা : 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'— গ্রামীণ কর্মসূচির আওতায় কেরল দেশের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ রাজ্য হিসেবে উন্মুক্ত স্থানে মল–মূত্র ত্যাগ বর্জিত রাজ্যের মর্যাদা পেল। রাজ্যের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যের এই অসামান্য সাফল্যে যে সমস্ত জেলাশাসক ও সরকারি আধিকারিকরা গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাদের পুরস্কৃত করেন এবং সংবর্ধনা দেন। বিজয়ন গর্বের সঙ্গে জানান, কেরলের ১৪টি জেলা, ১৫২ ব্লক, ৯৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২ হাজার ১১৭টি গ্রাম প্রকাশ্যে মল–মূত্র ত্যাগ বর্জিত হিসেবে মর্যাদা পেল। জনসাধারণকে প্রকাশ্যে মল–মূত্র ত্যাগ থেকে বিরত রাখা গেলে তা স্বাস্থ্যগতভাবে লাভদায়ক হবে বিশেষ করে, জলবাহিত অসুখ থেকে শিশুদের রক্ষা করা যাবে। সেইসঙ্গে, প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হলে মহিলাদের সম্মান ও সুরক্ষার বিষয়টিও সুনিশ্চিত হবে। কেরলের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। সেদিক থেকে গ্রামাঞ্চলে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হওয়ায় সিকিম (গ্রামীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ) ও হিমাচল প্রদেশের (গ্রামীণ অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ) পর কেরলই দেশের বৃহত্তম রাজ্য হয়ে উঠল।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ মানুষের আচার–আচরণে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন আনতে রাজ্যের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বাস্থ্যবিধান ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নজর দেওয়ার ফলে আজ যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সচিব এসএম বিজয়ানন্দ বলে, প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম ত্যাগের যে মর্যাদা রাজ্য অর্জন করেছে, তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যে কঠিন ও তরল বর্জ্য পরিচালনায় নজর দেওয়া হচ্ছে বলে বিজয়ানন্দ জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এবার গঙ্গার পাড়ে সবুজ গাছপালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গা নদী ও গঙ্গা নদীর ডান ও বাম তীরের প্রধান শাখা নদীগুলি বরাবর সবুজায়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া চালানোর জন্য একটি 'ডিটেল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর)' প্রস্তুত করেছে ভারতের বনভূমি গবেষণা কেন্দ্রের সদর দফতর উত্তরাখন্ডের রাজধানী দেরাদুনের 'দ্য ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট'। গঙ্গার দু'পাড়েই পাঁচ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে যে এলাকাগুলি রয়েছে এবং এর পাশাপাশি গঙ্গার প্রধান শাখা নদীগুলির দু'পাড়ের দু'কিলোমিটার পরিধির এলাকাগুলিতে গাছ লাগানো যাবে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গসহ পাঁচটি রাজ্য, যেমন– উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খন্ডের ৬,১৯৭টি এলাকা চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রক। এর মধ্যে উত্তরাখন্ডেই রয়েছে ৩, ৩৭৮টি এলাকা, উত্তরপ্রদেশে ২২৫১টি এলাকা, বিহারে ৩৭৫টি এলাকা, পশ্চিমবঙ্গে ১৫৭টি এলাকা এবং ঝাড়খন্ডে ৩৬টি এলাকা।

মার্চ পর্যন্ত কেরোসিনের দাম বাড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক মন্ত্রী গোষ্ঠীর বিগত ২০১০–এর জুন মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীল কেরোসিনের মূল্য নিয়ে নিয়মিত ব্যবধানে পর্যালোচনা ঠিকমতো কার্যকর না হওয়ায় এবং মূল্যযুক্ত কর (ভ্যাট) বাদ দিয়ে লিটার প্রতি কেরোসিনের মূল্য একেবারে ৩ টাকা ২৩ পয়সা বাড়ানো হলে তা গ্রাহকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হয়। তাই গ্রাহকদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কমাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০১৬–র ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থায় বিলি করা কেরোসিন খুচরো বিক্রয়মূল্যে প্রতি পক্ষকালে লিটার প্রতি ২৫ পয়সা বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব তিন তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ২০১৭–র ১ ফেব্রুয়ারি থেকে লিটার প্রতি কেরোসিনের মূল্য প্রতি পক্ষকালে ২৫ পয়সা থেকে ২৩ পয়সা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ডেঙ্গু দমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা থেকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এতদিন সফল ছিল, এবার কলকাতা থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধেও সফলের পথে পুরসভা। এতদিন কলকাতার ১৬টি বরোর মধ্যে আটটিতে একটি করে অত্যাধুনিক ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ছিল। গত ২১ ডিসেম্বর মহানাগরিক তথা পূর্ণমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় আরও চারটি বরোতে একটি করে ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। এদিন মহানাগরিক পূর্ব বেহালার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ২, রাজা রামমোহন রায় রোডের ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের অনুষ্ঠানস্থল থেকে উত্তর কলকাতার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ গোপাল মুখার্জী রোড, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৯–এ বারাণসী ঘোষ লেন এবং ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ হার্ষি স্ট্রিটের তিনটি কেন্দ্রেরও আনুষ্ঠানক সূচনা করলেন। অতীনবাবু জানান, খুব শীঘ্রই কলকাতা বাকি চারটি বরোতে একটি করে ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্র গড়া হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহায়তায় ও কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এবং স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ পোল্লে ও স্থানীয় তিন বরোর অধ্যক্ষ।

বিল্ট আপ এরিয়ায় কর কমছে

বরুণ মন্ডল

মহানাগরিক তথা পূর্ণমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় সম্পত্তি কর বিষয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ঘোষণা অনুযায়ী কী সাবেক কলকাতা, কী সংযুক্ত দুই কলকাতা পুরবাসী বর্তমান আশু কর্তব্য তার ভূ–সম্পত্তি কর নির্ণয় 'সুপার বিল্ট আপ এরিয়া'র (এসবিএ) থেকে 'বিল্ট আপ এরিয়া'তে পরিবর্তনের জন্য সমস্ত এ সংক্রান্ত কাগজপত্র একত্র করে আবেদন পুরসভার কাছে পেশ করা। কারণ 'বিল্ট আপ এরিয়া'য় সম্পত্তি কর মূল্যায়ন হলে কলকাতার সাধারণ বসতবাড়ি কী, বহুতল ভবনবাসী প্রত্যেক পুরবাসীর সম্পত্তিকর কমতে বাধ্য। কারণ বর্তমানে দীর্ঘ দিন যাবৎ সাধারণ বসতবাড়ির ক্ষেত্রে যত শতক বা যত বর্গফুট আমার জমি ততটা জমিতে আপনি ঘর তৈরি করেননি। তা সত্ত্বেও পুরবাসীদের একতলা বা দু'তলা আধুনিক স্টাইলের ঘরের জন্য যতটা জমি ব্যবহৃত হয়েছে তার জন্য যা কর আর বাকি ঘর না হওয়া ফাঁকা জমি যেখানে ফুল বাগান বা ফাঁকা জমি আছে তারও সমপরিমাণ কর নেওয়া হতো। বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে এতোদিন নিজের কার্পেট এড়িয়া বাদে, ভবনের করিডর সিঁড়ি ভবনের সকলে ব্যবহার করে অথচ নিজস্ব কার্পেট এরিয়ার যা সম্পত্তি কর আর করিডর সিঁড়ির একই রকম কর নেওয়া হতো। ফলস্বরূপ, সাধারণ বসত বাড়ি কিংবা বহুতলবাসী প্রত্যেক পুরবাসীর সম্পত্তির কর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহানাগরিকের ১৯ ডিসেম্বরের কর নির্ণয়ের নয়া নিয়ম ঘোষণার মধ্যে সম্পত্তিকর নির্ণয়ের একটা বড়োসড়ো ত্রুটি দূর হল। সাধারণ বসতবাড়ি ফাঁকা জমি রাখতে উৎসাহ পেল। মহানাগরিকের এদিনের ঘোষণা পুরসভা ফ্ল্যাট বাড়ি ও বসতবাড়ির সুপার বিল্ট আপ এরিয়া হিসেবে ধরেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পত্তিকর আদায় করত। এখন তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হল। এবার থেকে 'বিল্ট আপ এরিয়া' অর্থাৎ যতটুকু জায়গা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, তার উপরেই সম্পতি কর নির্ণয় হবে। আর ফাঁকা অংশ বা জমির কর নির্ণয় হবে বসবাসের জন্য ব্যবহৃত এলাকার থেকে ৫০ শতাংশের কম হিসেবে।

এদিকে আবার আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে সাবেক ও সংযুক্ত কলকাতা দুই এলাকাতেই (ওয়ার্ড নম্বর : ১–১৪৪) নয়া সম্পত্তি কর ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। তাই এই অন্তরবর্তীকালীন সময় আগামী জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে সম্পত্তি কর 'বিল্ট আপ এরিয়া'য় মূল্যায়ন করে নিতে পারলে নয়া 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' পদ্ধতিতে সম্পত্তি কর অনেকটা বৃদ্ধি পেলে নয়া 'ক্যাপ–ইন' পদ্ধতিতে পুরনো সম্পত্তি করের সঙ্গে বর্তমান বাড়তি করের মাত্র ২০ শতাংশ অতিরিক্ত কর জমা করতে হবে। আবার যে পুরবাসীর সম্পত্তি কর নয়া নিয়মে অনেকটা কমে গিয়েছে, পুরাতন প্রদেয় বার্ষিক সম্পত্তি করের থেকে নয়া ইউএএ পদ্ধতিতে নির্ণেয় কর যদি ৫০ শতাংশ কমে যায়, সে ক্ষেত্রেও অতটা কমানো হবে না। পুরাতন সম্পত্তি করের ২০ শতাংশ কমানো হবে।

পুরশ্রী বিবর্ধন — কলকাতা পৌরসংস্থা

- কলকাতার প্রকৃত মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ।
- মোট করদাতা ৬ লক্ষ ১০ হাজার বাৎসরিক সম্পত্তি কর ৬০০–৬৫০ কোটি টাকা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৪ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬

অনুব্রতর জামিন ও তস্য প্রহসন

ফের একবার প্রমাণিত হল সবার ওপরে পুলিশ। তাহার ওপরে কেউ নাহি। তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের ডাকসাইটে জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল যেভাবে পাড়ুই কান্ডে বেকসুর খালাস হলেন তাতে উপরোক্ত এই বাক্য একেবারে প্রবাদ হিসেবে উঠে আসছে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার সিউড়ি আদালত এক রায়ে জানিয়েছে অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের অভাবে তাকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এর প্রেক্ষিতে আদালত আরও জানায়, অনুব্রত মন্ডলের প্ররোচনামূলক বক্তব্যের সিডি ও ডিভিডি চন্ডীগড়ের ফরেনসিক ল্যাবেরটরিতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে অনুব্রতের গলার আওয়াজের নমুনা পাঠানো হয়নি। এর জন্যই এই মামলা থেকে তিনি রেহাই পেলেন। হায় রে কি অদ্ভুত প্রহসন। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলার পাড়ুইতে বক্তব্য রাখার সময় তৃণমূলের এই জেলা সভাপতি নিজেদের সমর্থকদের রীতিমতো উত্তেজিত করে বলে বসেন, দরকার হলে পুলিশকে বোম মারুন। এই হিংসাত্মক ভাষণের পর এলাকার বিরোধী দলের সমর্থকরা রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তৎকালীন জেলা শাসক রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অনুব্রতর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তার বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় চার্জশিটও পেশ করে পুলিশ। এর কিছুদিন পর অনুব্রত আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে ১০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়। যে পুলিশ অনুব্রতর বিরুদ্ধে চার্জশিট আনল, তারাই আবার পুরোপুরি ভোল পালটে এই ডাকসাইটে তৃণমূল নেতার রক্ষাকবচ হয়ে উঠল। সিডি ও ডিভিডি যেখানে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো গেল তখন অনুব্রতর গলার আওয়াজের নমুনা কেন তার সঙ্গে গেল না। এখানেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক দাসত্ব কতটা কবজা করে নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনকে। যতদিন না তাদের স্বাধীন করা যাচ্ছে ততদিন শাসক দলের নেতাদের বাঁচানোর এই কাজ পরম দায়িত্ব নিয়ে করে যাবে পুলিশ। আগে বলা হত বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা, আর পুলিশ ছুঁলে ৩৬ ঘা। এখন তো দেখা যাচ্ছে সেই ঘায়ে আবার মলম লাগানোর কাজটা পুলিশ খুব দায়িত্ব নিয়ে করছে। অনুব্রত মন্ডলের ঘটনা তার একটা ছোট উদাহরণ মাত্র। এর আগে সুদীর্ঘ বাম জমানাতেও শাসকের লেজুরবৃত্তি করতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। মহামান্য আদালতের অবস্থা আরও সঙ্গীন। পুলিশ প্রশাসন তাদের উপযুক্ত তথ্য প্রদান না করলে আদালতের হাত পা বাঁধা। একরকম 'ঠুটো জগন্নাথ' হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে আদালতকেও। নাকের ডগায় বসে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতী তকমার নেতারা।

অমৃত কথা

উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগান্তরে সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা, সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই-উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য, একথা মনে থাকে না-গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'। রাজার ন্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যমাত্র দেখেন। সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীয় হয়, নীরবে সহ্য করে রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় বং শীঘ্রই বীর্যবান অন্যজাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গি 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে', যাহার হস্তধৃত সুবর্ণভাণ্ডারূপ বকাণ্ডপ্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত বকপংক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদগমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পুর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যাউপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে' দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ, কোষমধ্যে অসি ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল।

ফেসবুক বার্তা

শীত মানেই খেজুরের রস আর খেজুরের রস মানেই নলেন গুড়। সে ঝোলা গুড়ই হোক বা পাটালি। গন্ধ মাত করে আপামর বাঙালিকে। নতুন গুড়ের মিষ্টি বা বহু প্রচলিত জয়নগরের মোয়া বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং বহু প্রচলিত ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি বা পরটা জিভে জল আনে। সেই গুড়েরই মিষ্টি ছবি ধরা পড়েছে ফেসবুকের ওয়ালে। যা ছড়িয়েও যাচ্ছে একের পর এক লাইক এবং শেয়ারে।

ধূলাগড়ের ঘটনায় বঙ্গ মিডিয়া নীরব কেন?

নির্মল গোস্বামী

গত ১৬-১২-২০১৬ তারিখে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে জি নিউজ সম্প্রসারিত খবর মারফত জানা গেল পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ধূলাগড় গ্রামের অত্যাচারের কাহিনী। ঘটনা এই রকম গত নবি দিবসে একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মিছিল বের হয়। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য ওই মিছিলে কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী ছিল। মিছিল থেকে হঠাৎই ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয়। তারপর ঘরে ঘরে ঢুকে চলে অত্যাচার ও লুটপাট। পরে অগ্নিসংযোগ। অবশ্য গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর যখন এই অত্যাচার চলে তখন স্থানীয়রা চলে যায় (চক্ষু লজ্জার ভয়ে বোধহয়)। একাধিক বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধু একদিন নয়, পর পর তিন দিন ধরে চলে এই তান্ডব। বর্তমানে তারা ভিটে মাটি ছেড়ে যার যা অবশিষ্ট জিনিসপত্র আছে তাই নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। শুধু হিন্দুরা নয় গরিব নিরীহ মুসলমানরাও গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এবং এর থেকে অবাক করা কান্ড হল যে অত্যাচারিত মানুষরা ঠুঁটো পুলিশের উপর অভিযোগ না করে তারা যে গুন্ডাদের কাছে সত্যিই অসহায় সেই কথাই ব্যক্ত করেছে। তারা বলেছে পুলিশের উপরেও বোমাবাজি হয়েছে, গুলি চলেছে তারাও আহত হয়েছে। তারা জনগণকে নিরাপত্তা দেবে কি তাদের নিজেদেরই নিরাপত্তা নেই।

এ রাজ্যে পুলিশের যে নিরাপত্তা নেই তা আমরা জানি। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মারে— মার হজম করতে হয়। কালিয়াচকে বাংলাদেশ থেকে এক সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীরা এসে এদেশের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে থানা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়। এসপি-র গাড়ি ভাঙচুর করে— পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে দেখে আর সহ্য করে। আমরা জানি সহ্য মহৎ গুণ আর ক্ষমা মহৎ ধর্ম। তাই বোধহয় পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা পুলিশমন্ত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই সব ঘটনা বেমালুম চেপে যান। তিনি ভোটে জিতে শাসক। কিসে ভোট ব্যাঙ্ক অটুট থাকে সে চেষ্টাই তাঁর প্রধান কাজ হতে পারে— এটা দোষের নয়। তিনি একটা সম্প্রদায়ের ভোটের জন্য তাদের ধর্মীয় কর্মকর্তাদের মাসিক ভাতা দিতে পারেন এবং দিচ্ছেনও। কারণ ভোট তো আর শেষ হয়ে যায় নি। আবার জিততে হবে।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ার তো ভোট নেই। তাদের তো ভোটে জিততে হবে না, তাহলে তাদের এতো ভয় কেন? এই রকম একটা ভয়াবহ এক তরফা ঘটনার কথা তারা বেমালুম চেপে গেল কেন? কালিয়াচকের ঘটনাও বঙ্গ মিডিয়ায় সেভাবে প্রচারিত হয়নি। সর্বভারতীয় চ্যানেলগুলির দৌলতে মানুষ তা জানতে পারে। গত পুজোর পর চন্দননগর সহ বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। মিডিয়া চেপে গিয়েছিল। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী নমো নমো করে হলেও একটা বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই পশ্চিমবঙ্গে এমন জায়গা আছে যেখানে হিন্দুদের বাড়িতে দুর্গাপুজো করতে বাধা দেয় এক সম্প্রদায়ের মানুষ। জেলার এসপিও পুজোর অনুমতি দিতে অপারগ হন। শেষে হাইকোর্টের অর্ডারে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু মিডিয়া কেন নীরব থাকবে? মিডিয়া তাদের কর্তব্যটুকু

কেন পালন করে না। অনেকেই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করবে যে এক জায়গায় সাম্প্রদায়িক গন্ডগোলের ঘটনা দেখালে অন্য জায়গায় উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। তাই সংবাদ চেপে যাওয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে গুজরাটের দাঙ্গার দৃশ্য দেশের সব চ্যানেলে এবং রাজ্যের চ্যানেলেও ধারাবাহিক ভাবে দেখানো হয়। তখন কী সেই খবরের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে একথা মনে থাকে না? যদি তাই হয় তবে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সোচ্চার হয় কি করে? তারা কি এদেশের মানুষের সেন্টিমেন্ট বোঝে না? তাদের কি সাম্প্রদায়িকতা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয় নেই?

উত্তরপ্রদেশের দাদরি-র ঘটনা দিনের পর দিন বঙ্গ মিডিয়ায় দেখানো যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের রেল স্টেশনের একটা ঘটনা বা গুজরাটের চামড়া ব্যবসায়ীকে মারধরের ঘটনা নিয়ে টিভি চ্যানেলের সান্ধ্য আড্ডা সরগরম হতে পারে। সেখানে নেতা থেকে সমাজসেবী সব ধরনের মানুষেরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারে। দেশে আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রূপ তারা তুলে ধরতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের ঘটনার বেলায় তাদের মধ্যে 'নীতিবোধ' জেগে ওঠে। তারা কালিয়াচকের ঘটনা চেপে যায়, তারা ক্যানিং-এর ঘটনা টিভি চ্যানেলে দেখাবে না। চন্দননগরের খবর তারা জানার চেষ্টাই করবে না, আর অতি সম্প্রতি ধূলাগড়ের বেলায় প্রশাসনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নীরব। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক কোনও ঘটনা বা এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্মাদনার খবর প্রকাশ করার সময় তাদের দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মহান কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যায়। অন্য রাজ্যের ঘটনা প্রকাশ করার সময় সব ভুলে যায়। এ রাজ্যের ঘটনার নেপথ্যে কাদের হাত, প্রশাসনের ভূমিকা কতটা নিরপেক্ষ কিংবা কতটা পক্ষপাত দুষ্ট। পক্ষপাত দুষ্ট হলে কোন পক্ষের স্বার্থরক্ষা করছে— এই সব বিচার বিশ্লেষণ করার মতো বুদ্ধিজীবী বোধহয় খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই টিভি চ্যানেলের সান্ধ্য আড্ডাতেও এ রাজ্যের উগ্র সাম্প্রদায়িক ঘটনা উহ্যই থেকে যায়।

আমরা জানি মিডিয়া জাগলে প্রশাসন জাগে। মিডিয়ার তৎপরতায় প্রশাসন সক্রিয় হয়। মিডিয়ার এই ভূমিকার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক সরকারি প্রশাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতি না থাকা, আর না হয় ভয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনও খবর প্রচার করতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

ফলে মিডিয়াকে ভাবতে হবে যারা অত্যাচারিত তাদের কথা। তাদের পাশে যদি মিডিয়া না দাঁড়ায় তাহলেই প্রশাসনও দায় ঝেড়ে ফেলে খুব সহজেই। বিষ মদে মৃত্যুর খবরে তোলপাড় হতেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন। আর এই শীতের দিনে যাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, পরনের একটাই কাপড় গায়ে একটাই চাদর এই অবস্থায় সহায় সম্বলহীন মানুষগুলো (তারা যে ধর্মেরই হোক) কোথায় ঠাঁই পাবে?

এক দিকে সন্ত্রাস অন্যদিকে জীবনের পুঁজি শূন্যতা এই দুয়ের মাঝে পড়ে তারা দিশাহীন, আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরছে পথে পথে। যদি মিডিয়া চেঁচামেঁচি করত তাহলে হয় তো আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কিছু ত্রাণ ঘোষণা করতেন। মিডিয়া নীরব তাই প্রশাসনের দায় নেই। মিডিয়ার নীরবতা একদিকে নায্য ক্ষতিপূরণ থেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের বঞ্চিত করল। তেমনি দুষ্কৃতীদের পরোক্ষ উৎসাহ জোগাল এবং মিডিয়ার নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন না করেও স্বধর্মচ্যুত হল। আর কত দিন বঙ্গ মিডিয়া চোখ বুজে বিপদ এড়ানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকবে?

সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের বোঝা উচিত বালিতে মুখ গুঁজে বাঁচা যায় না। যে কোনও সমস্যার সরাসরি সাহসি মোকাবিলাই সমাধান খুঁজে দেয়। না হলে সমস্যা বাড়তে বাড়তে একদিন সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। এক্ষেত্রেও তেমন হলে বঙ্গ মিডিয়ারা তার দায় এড়াতে পারবে তো? একদিন দেখা যাবে মানুষ এইসব নপুংশক সংবাদমাধ্যমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কারণ, সমাজ চিরকাল সাহসিদের পছন্দ করে, কাপুরুষদের নয়।

বিদ্যালয় শিক্ষার মান বাড়াতে উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অবনতি নিয়ে মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আক্ষেপ করেছেন বিদ্যালয়গুলিতে ভাল মেধা তৈরি হচ্ছে না বলে। শিক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছেন নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শিক্ষামন্ত্রীর এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা বোঝা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এ রাজ্যের ছেলে মেয়েদের ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়া দেখে। অবশ্য সার্বিকভাবে সারা দেশেই শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে চিন্তিত মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক।

এইজন্য বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান উন্নততর করতে নিতি আয়োগ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় বিদ্যালয় শিক্ষায় মান সংক্রান্ত সূচি বা এসইকিউআই নিয়ে প্রথম আঞ্চলিক কর্মশিবিরটি আয়েজন করে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান বাড়ান। প্রসঙ্গত, এই সূচিটি মিশ্র সূচি যেটি নিতি আয়োগ এবং মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক শিক্ষার মান নিয়ে যে ধারণার সন্ধান দিয়েছে তাতে রাজ্যগুলির বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের বার্ষিক ফলাফলে কতটা উন্নতি ঘটেছে সে বিষয়ে অভ্যাস দেবে।

দেশের বিভিন্ন অংশে শিক্ষার মান কি রকম সে বিষয়ে জানানোর জন্য এই সূচিটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— পরিণাম এবং পরিচালন। সেগুলি আবার বিভক্ত হয়েছে পরিণামের তিনটি পরিধি এবং পরিচালনের দুটি পরিধিতে। বর্তমানে সূচিটিতে ৩৪টি নির্দেশক এবং ১ হাজার পয়েন্ট রয়েছে।

কর্মশিবিরে নিতি আয়োগের সচিব আলোক কুমার নিতি আয়োগের ভূমিকা এবং স্বপ্ন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব রিনা রায় মন্ত্রক যে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নিতি আয়োগের শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা অলকা তিওয়ারি শিক্ষার মান বাড়াতে রাজ্যগুলির প্রচেষ্টায় গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁর ভাষণে। তিনি বলেন, এই সূচির লক্ষ্য শিক্ষায় রাজ্যগুলি কোন স্তরে রয়েছে সেটি বিচার করা নয়, সূচিতে রাজ্যগুলি কতটা উন্নতি করবে সে বিষয়ে তুলনা আনা।

কর্ম শিবিরে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিতি আয়োগের সম্মানীয় পরামর্শদাতা এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি দফতরের সহযোগি অধ্যাপক কার্তিক মুরলীধরণ। তিনি বলে,ন প্রমাণ হয়েছে যে বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদ শিক্ষার মান বাড়াতে যা ব্যয় করছে তাতে পঠন-পাঠনের মান যথেষ্ট বাড়েনি। অর্থাৎ পরিকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছাত্রছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনে কিছুমাত্র প্রভাব ফেলেনি। তিনি এই প্রেক্ষিতে শিশুদের শৈশব স্তরেই পরিচালন এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশিবিরে দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর এবং চন্ডীগড়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আগামী সপ্তাহগুলিতে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এ ধরনের কর্মশিবির আয়োজন করবে নিতি আয়োগ।

প্রাথমিক পঠনপাঠনে পরিবর্তন আনার সুপারিশ

পিআইবি : সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অফ এডুকেশন (সি এ বি ই) তার ২৫.১০.২০১৬-য় অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে পাঠ্যবিষয়ক ফলাফল'-কে মান্যতাযুক্ত এবং নিঃশুল্ক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন, ২০০৯'-এ কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার বিধি'-র অংশবিশেষ করা হবে। এই সুনির্দিষ্ট প্রণালীসমূহ চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি) আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসূচক অনুসারে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় নিয়ন্ত্রণকে সুগম করতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত শ্রেণীর সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠ্য বিষয়ক ফলাফল' প্রস্তুত করেছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ক মানের পর্যালোচনা যথারীতি পাঠ্য বিষয়ক ফলাফল'-এর সঙ্গে সংযোজিত করা হবে এবং প্রয়োজন হলে যেখানে দরকার হবে যে অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতিতে সংশোধন করা হবে।

অ-সরকারি সংগঠন প্রথম'(পি আর এ টি এইচ এ এম) গ্রামীণ এলাকায় পরিচালিত গার্হস্থ্য সমীক্ষা অ্যানুয়েল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট' (এ এস ই আর) ২০১৪-য় লব্ধ তথ্য অনুযায়ী অভিমত দিয়েছে যে গ্রামীন ভারতে তৃতীয় শ্রেণির সমস্ত শিশুদের চারভাগের একভাগ শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং পঞ্চম শ্রেণিতে এই সংখ্যাটা অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা উপরে ওঠে। এ এস ই আর-২০১৪-সমীক্ষার সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ সম্পর্কিত ছিল না।

পাঠ্য বিষয়ক ফলাফল' প্রক্রিয়া-ভিত্তিক বিষয় যা একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য আকাঙ্ক্ষিত সার্বিক

सत्यमेव जयते
Government of India
Ministry of Human Resource Developemnt

Central Advisory Board of Education (CABE)

পাঠ অনুযায়ী একটি শিশুর অগ্রগতিকে পর্যালোচনা করতে যাচাই করার সূচক প্রদান করে। এটা ছাড়াও যেসব শিশুর পঠন-পাঠনে ঘাটতি রয়েছে তাদের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে এবং সংশ্লিষ্ট একটি শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে তার পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকদের সঙ্গে মতামত ভাগ করে নিতে এবং পাঠ বিষয়ে ও শিক্ষকের কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের সার্বিক ভূমিকা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা।

বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ৭৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা এখন নানা দিক থেকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন। প্রাথমিক স্তরের পাস-ফেল বিলোপ বর্তমান সময়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আগামী দিনে মাধ্যমিক পরীক্ষা অবলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি শিক্ষানীতি শিক্ষায় বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রশস্ত করছে। সরকার পরিবর্তন হলেও রাজ্যে কিন্তু বিগত সরকারের শিক্ষানীতি অপরিবর্তিত। আশা করা গিয়েছিল বর্তমান সরকার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য পুনরায় বৃত্তি পরীক্ষা শুরু করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের শিশু শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯, যা শিক্ষার সর্বনাশ করেছে তা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার কার্যকর করছে। শিক্ষা নিয়ে ক্ষোভ সর্বত্র। শিক্ষকদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছু ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে নতুন সিলেবাস ও বই তৈরি হয়েছে। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী বইগুলি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ উঠছে। বইগুলি সুখপাঠ্য হয়নি, ছাত্রছাত্রীরা আকর্ষণ বোধ করছে না, আরও মারাত্মক অভিযোগ শুধু মুদ্রণে নয় বিষয়বস্তু যথার্থ নয়। সর্বোপরি সিলেবাসের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ধারণা দেশজুড়ে বদলে ফেলার ও শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপরোক্ত অভিযোগ শোনা গেল ২০ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

পর্ষদের সভাপতি রমাপ্রসাদ দে এবং সম্পাদক রতন লস্কর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান রাজ্যে রাজ্যে পাশ-ফেল নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা ভাবছে। শিক্ষার স্বার্থে আমরা দাবি করছি ২০১৭ সাল থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা হোক এবং চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা পুনরায় শুরু করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ এর পক্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষার ফল এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২.৬৮ লক্ষ। পাশের হার ৭৯.২২%। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৬.৪৫%, দ্বিতীয় বিভাগে ২৯.১৫% এবং সাধারণ বিভাগে ৩৩.৬২% ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৭৩.৯৮%। এবার বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বর্ধমান জেলার সৌমদীপ মিশ্র। ৪০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৫।

মাতৃভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরাজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে পাশের ভাল হার : বিজ্ঞান ৯৫.১০ শতাংশ, সবচেয়ে কম গণিতে ৮৪.১০শতাংশ। মাতৃভাষা-সাহিত্য ৯২.২১ শতাংশ, সমাজ বিজ্ঞান ৮৫ শতাংশ এবং ইংরেজিতে ৯০.৫৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

বৃত্তি পরীক্ষার মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এ বছর রাজ্য পর্যায়ে ১০০ জন ও জেলা পর্যায়ে ৮০০ জনকে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। অর্থের পরিমাণ মাথা পিছু এক বছরের জন্য রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ১২০০ টাকা এবং ৬০০ টাকা। ১৯৯২ সালে ২০ হাজার পরীক্ষার্থী ছিল এবং ৬০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি বছর যেমন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৃত্তিপ্রাপকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, গত বছর ৮০০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অকৃপণভাবে সাহায্য করছেন, ফলে এই মহান কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। **ছবি : উৎপল রায়**

প্রথম বর্ধমানের সৌমদীপ

বীরভূম এক্সপ্রেস

ট্রেনের দাবিতে

অভীক মিত্র : গত ১৪ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার রেল স্টেশনগুলি পরিদর্শনে আসেন পূর্ব রেলের জিএম ঘনশ্যাম সিংহ। নতুন ট্রেনের দাবি সহ অনান্য দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। সাঁইথিয়া জংশন স্টেশনে রেলসেতু সম্প্রসারণ, নন্দিকেশরীতলার দিকে একটি নতুন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ, দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ ছিল সাঁইথিয়া ব্যবসায়ী সমিতির দাবি। সিউড়ি ব্যবসায়ী সমিতি, বীরভূম সংস্কার ভারতী (সিউড়ি শাখা)র তরফে তুলে দেওয়া হয় স্মারকলিপি। এছাড়াও লোকাল ট্রেন বৃদ্ধি, সিউড়ি স্টেশনে ছাই দূষণ নিয়ে তাপ বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান জিএম। বনাঞ্চল ও দিঘা এক্সপ্রেস যাতে দুবরাজপুরে দাঁড়ায় তা দেখার আশ্বাস দেন তিনি। ওইদিন থেকে জিএম–এর উপস্থিতিতে তিনজোড়া (মেমু) এমইএমইউ (মডিফায়েড ইলেট্রিক্যাল মাল্টিপুল ইউনিট) সূচনা হয় অন্ডাল–সাঁইথিয়া রেলপথে।

আক্রান্ত বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাড়গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হলেন বীরভূমের একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ। প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন হাঁসল বিধানসভা কেন্দ্রের এই আইনজীবী বিধায়ক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

মদ বর্জনে অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মদ বিক্রি, খাওয়ার উপর ১৩টি আদিবাসী গ্রামে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নগরী পঞ্চায়েত। পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেবে বীরভূমের নগরী পঞ্চায়েত। ১১ ডিসেম্বর এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়। পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষজন। নগরী বিদ্যালয়ের আদিবাসী সম্মেলনে এই ঘোষণা হয়।

আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুইপক্ষের ঝগড়া থামাতে গিয়ে জনতার ছোঁড়া ইঁটে আহত হয়ে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রামপুরহাটের সিআই দেবীদয়াল কুন্ডু ও ময়ূরেশ্বর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার জীবন মন্ডল। পুলিশের ছোঁড়া রবার বুলেটে জখম ১৩ বছরের বালক সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থল মল্লারপুর বাহিনী মোড়। পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেবি থমাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। নবি দিবসের শোভাযাত্রা ও রামসীতা মন্দিরে পুজো ঘিরে এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। দুই পক্ষই দোষ দিয়েছে পুলিশকে।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভর সন্ধ্যেয় মোটরবাইকে করে বাজারে যাওয়ার সময় ১৫ ডিসেম্বর কেন্দ্র গড়িয়া বাজারে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে জখম হয় তৃণমূল নেতা দীপক ঘোষ। প্রথমে সিউড়ি সদর হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল হয়ে ১৭ ডিসেম্বর বিকালে বিমানে হায়দ্রাবাদ নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। তার ঠোঁট ও কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতবছর দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন দীপকের দাদা অশোক ঘোষ।

ধর্ষণে গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ডিসেম্বর গভীর রাতে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ২০ বছর বয়সী আদিবাসী বধূকে বীরভূমের রাজগঞ্জ গ্রামে ধর্ষণ করে দুই যুবক। বধূর স্বামী সদাইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ১৭ ডিসেম্বর চিনপাই স্টেশন থেকে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত সঞ্জয় ও অষ্টম বাগদী। ধৃতদের বাড়ি করমকাল গ্রামে। ১৮ ডিসেম্বর সিউড়ির বিশেষ আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সময় দাবি চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গেটবিহীন লেভেল ক্রসিং তুলতে গেলে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেলের কাছে সময় চাইলো চাষিরা। লোহাপুর ও মোড়গ্রাম স্টেশনের মাঝে কুমারষন্ডা রেল ক্রসিং তুলতে গেলে অবরোধে ব্যহত হয় ট্রেন চলাচল। চাষিদের অবরোধে ফিরে যায় রেলে কর্তাব্যক্তিরা। অবরোধে সামিল হয়েছিল আশপাশের গ্রামের কয়েক হাজার চাষি।

মৃত্যু স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রসূতি বিভাগে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মারা গেল। খোদ পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সিউড়ি সদর হাসপাতালে ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটায়। মৃতের নাম রেহেনা বিবি (৩৭)। পান্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ। ১৭ ডিসেম্বর ভোরে খন্ডগ্রাম থেকে দুবরাজপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় সে। মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা আছে 'প্লাসেন্টা'। এদিনই সিউড়ি সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে আসে রাজ্যের স্বাস্থ্য দল। তাদের সামনেই হাসপাতালে তান্ডব চালায় মৃতের আত্মীয় স্বজনরা বলে অভিযোগ উঠেছে।

কাঠগড়ায় প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোর করে সিপিএম ভাগচাষির ধানকাটার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানের বিরুদ্ধে। বীরভূম জেলার সলখানা গ্রামের আদিবাসীপাড়ার ঘটনা। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও র‍্যাফ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রামে বসেছে পুলিশ পিকেট। অভিযোগ অস্বীকার করেছে পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধান।

নোবেল আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৪ সালে চুরি যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বোলপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় হাজরাকে। বোলপুরের প্রাক্তন সিপিএম প্রধান প্রদীপ বাউরি গ্রেফতার হয়েছিল আগেই।

জ্যোতির্ময় আইন কলেজে সাইবার ক্রাইমের কনফারেন্স

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সম্প্রতি সোনারপুর জ্যোতির্ময় আইন কলেজে সাইবার অপরাধ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পিঙ্কি আনন্দ, অধ্যাপিকা ডাঃ মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক জয়শ্রী দাশগুপ্ত এবং জ্যোর্তিময় আইন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ পার্থসারথী গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও পিঙ্কি আনন্দ। বহু দিন ধরে দেশ এবং দেশের বাইরে সাইবার ক্রাইম নিয়ে গোয়েন্দা মহল তোলপাড় করছে ক্রিমিনালদের ধরার জন্য। তথ্য প্রযুক্তি আসার পর থেকে এই সাইবার ক্রাইমের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। পিঙ্কি আনন্দের মতে সাইবার অপরাধ দিনের পর দিন বাড়ছে কিন্তু পুলিশের অনেকের এই বিষয়ে দক্ষতা গড়ে ওঠেনি। এমন কি কৌঁসুলিদেরও সাইবার আইনের ব্যবহার নিয়ে মতান্তর রয়েছে। তার ফলে বিচার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুলিশের মধ্যেও তথ্য প্রযুক্তির আইনের কোন ধারায় মামলা করা হবে সে বিষয়ের অভিজ্ঞতা কম। তার উপরে প্রযুক্তি ও অপরাধের ধরণ রোজ রোজ উন্নত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অপরাধীদের চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের কথায়, 'অপরাধ করার সময় চোর ডাকাতদের চেহারা দেখা যায়। কিন্তু ভার্চুয়াল জগতের অপরাধের চেহারা বোঝা যায় না।' রাজ্যপালের মতে, সাইবার অপরাধের জগতে চিন ও আমেরিকার পর ভারতের স্থান। এই অপরাধ মোকাবিলার জন্য আইন আরও কড়াকড়ি হওয়া দরকার। পুলিশের মতে এর মোকাবিলায় জেলা ও কমিশনারেটের বাছাই করা অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

অপরদিকে বিশেষ সরকারি কৌঁসুলী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, একই প্রশিক্ষণ আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। জোরালো আইন ও তার কার্যকরী প্রভাবের উপর নির্ভর করছে অভিযুক্তের জামিন পাওয়া না পাওয়া। এছাড়াও আলোচনা সভায় সাইবার ক্রাইম ধরার বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হয়।

মেহগনি গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে সবুজশ্রী প্রকল্পে এক হাজার পরিবারকে মেহগনি গাছ, সারের প্যাকেট এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন মাতলা রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ, ক্যানিং–১ বিডিও কিংশুক চন্দ্র। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং–১ জয়েন্ট বিডিও পার্থ রায়, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবু চক্রবর্তী, বিভাগীয় দফতরের আধিকারিক প্রমুখ। কিংশুক চন্দ্র বলেন ২০১৬ সালের ২৭ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ব্লকে পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে এমন সব পরিবারকে এই গাছ প্রদান করা হয়। নবজাতকদের বয়স যখন ১৮ থেকে ২৫ বছর হবে তখন এই গাছ বিক্রি করে তারা উপকৃত হবে। এই সমস্ত পুত্র ও কন্যা সন্তানদের নামে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। নীলরতন গুহ বলেন, মেহগনি খুবই মূল্যবান গাছ। এই বৃক্ষ রোপণে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে, তেমনি নতুন প্রজন্ম গাছের মালিক হয়ে আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

ঠাকুর নগরে বইমেলা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুর নগরের খেলার মাঠে বইমেলা কমিটির উদ্যোগে ২১তম ঠাকুর নগর বইমেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ১৬ থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত দশদিন ব্যাপী এই মেলার বিভিন্ন দিনে থাকবে বিভিন্ন বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠান। এই সঙ্গে থাকবে আলোচনা, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি। মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক স্মরণজিত চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি গোবিন্দ দেব। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আদিত্য রায়, সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, কবি চিন্ময় গোলদার, প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি অপর্ণা গুপ্ত, প্রাক্তন বিধায়ক মন্মথ রায়, প্রাক্তন সাংসদ ও বইমেলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ড. অসীম বালা, বিদ্যুৎ মন্ডল, মানব বিশ্বাস, হরিহর বালা প্রমুখ। এদিন সাহিত্যিক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাহিত্যজীবন নিয়ে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেন বক্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন তপন দত্ত ও দুলাল পাত্র। মেলা কমিটির সম্পাদক নরহরি বিশ্বাস সহ কমিটির সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবারের মতো এবারেও অনেকগুলি স্টল এই মেলায় শামিল হয়েছে।

আমার শৌচাগার প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১৫ নভেম্বর দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা শাসক ভবনে ওডিএফ ভেরিফিকেশন এবং আমার শৌচাগার বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসনের অধীনে আমার শৌচাগার প্রকল্পের প্রয়াসে। ৮ দিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক জয়শী দাশগুপ্ত, দেবকুমার নন্দন, জেলা পরিষদের সেক্রেটারী মহুয়া দাস, ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, বিডিও কিংশুক চন্দ্র ও প্রতিটি অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধানরা। এদিনের শিবিরে ক্যানিং মহকুমার প্রতিটি অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধানদের এবং ক্যানিং ১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমার শৌচাগার প্রকল্পের বিষয়ে।

প্রশিক্ষণের শেষে ক্যানিং মহকুমা শাসক বলেন, এই মহকুমায় মোট ১,১৭,৬০৩টি শৌচাগারের মধ্যে ১৫ হাজার শৌচাগার বাকি আছে। তবে এই ১৫ হাজার শৌচাগারের নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। চলতি মাসে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ক্যানিং–১ ব্লকে ২৩,১৯৬টির মধ্যে বাকি আছে ৩,৮০৯টি, ক্যানিং–২ ব্লকের ২৮,৩৭৪টির মধ্যে বাকি আছে ৪,০০৬টি এবং বাসন্তী ব্লকের ৩৩,৭৬৩টির মধ্যে বাকি আছে ৫,৫৮০টি শৌচাগার। তিনি আরও বলেন এ দিনের প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হল উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করব না, যত্রতত্র আর্বজনা ফেলব না। বোঝানো হয় উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা সামাজিক অপরাধ।

প্রত্যেক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যে শৌচাগারের সুবিধা আছে তা যথাযথ ব্যবহার করব। শৌচাগারের ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, জল বাহিত রোগের প্রতিকার এবং শিশুমৃত্যু, মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো এবং শিশুদের সুষম বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করণ আমার শৌচাগারের লক্ষ্য। উদ্দেশ্য উন্মুক্ত শৌচবিহীন মহকুমায় পর্যবসিত করা। জেলার জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন জেলার প্রত্যেকটি পরিবারে শৌচাগারের সুব্যবস্থা করা আমাদের লক্ষ্য যাতে কোন পরিবারকে শৌচাগারের অভাবে উন্মুক্ত স্থানে শৌচত্যাগ না করতে হয়। জনস্বাস্থ্যের সুফল সম্পর্কে মানুষকে অভ্যস্ত করা এবং শৌচাগারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চাঁদার নামে তোলাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ ডিসেম্বর নিশ্চিন্দা থানার রাজচন্দ্রপুর স্টেশন লাগোয়া একটি ক্লাবের উদ্যোগে চলছে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। তার জন্যে তো টাকার প্রয়োজন। আর সেই জন্যেই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পণ্যবাহী চার চাকা গাড়ির চালকের কাছে রক্তদানের জন্যে ২০ টাকা চাঁদা চেয়ে আবেদন করে বসেন এলাকার যুবকরা। আর গাড়ির চালক তা দিতে অস্বীকার করলে বেঁকে বসেন যুবকরা। তারা গাড়িটির পিছনে বাইক নিয়ে পিছনে ধাওয়া করে ক্লাবের কাছে এসে গাড়ির পথ আটকান বলে জানা যায়। যুবকরা প্রশ্ন তোলেন আমরা কি ডাকাতি করার জন্যে তোমাকে থামতে বলেছি? তুমি অত জোরে স্টেশন রোড ধরে গাড়ি চালাচ্ছ কেন? কারও কিছু হয়ে গেলে তার দায়িত্ব কে নিত? দোষতো ক্লাবের নামেই চাপত বলে জানান ক্লাবের যুবকরা। শেষে গাড়ির চালককে দিয়ে গাড়ির মালিককের কাছে ফোন করাতে বাধ্য করেন ক্লাবের যুবকরা কুড়ি টাকা চাঁদা দেওয়ার অবেদন জানিয়ে। গাড়ির মালিক ফোন মারফৎ চাঁদা দেওয়ার নির্দেশ দিলে তবেই ছাড়া পায় গাড়ির চালক। তাদের কাছে চাঁদার রসিদ না থাকায় বিনা রসিদেই চাঁদা নিয়ে এলাকা ছাড়েন ক্লাবের যুবকরা। কিন্তু রক্তদান শিবিরের জন্যে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কেন চাঁদার রসিদ সঙ্গে রাখা হয়নি এই প্রশ্নও উঠে এসেছে সামনে। তবে বেশিরভাগ বাসিন্দাই সামান্য কুড়ি টাকা বলে বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব নারাজ।

মল বন্ধে অশান্তি

বাপীলাল দে : শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে গেল লিলুয়া জিটি রোডের উপরে ফিউচার গ্রুপের বিগ বাজারটি। সম্প্রতি বিগ বাজারের ১৯ জন কর্মীকে আচমকা সিকিম, গ্যাংটক, দার্জিলিং, শিলচর সহ দেশের চারটি জায়গায় বদলি করা হয়। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অবিলম্বেই পুরনো কাজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার আবেদন জানিয়ে মলের অন্য কর্মীরা মলের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। অন্যদিকে মল কর্তৃপক্ষও তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। ফলে দুই পক্ষের অনড় মনোভাবের জন্যে মলটিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন মল কর্তৃপক্ষ। মলের শ্রমিক ইউনিয়ন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ রায়কে বিষয়টি জানালে মন্ত্রী দুইপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটমাট করে দেবেন বলে কথা দেন। ফলে অত্যন্ত জনপ্রিয় মলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেবলমাত্র মলের কর্মীরাই নয় অসুবিধায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

গাছ কাটা নিয়ে বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া গোলাবাড়ি থানা এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানির বহু পুরনো এটি ইউক্যালিপটাস গাছ কাটা নিয়ে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিবাদ শুরু হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় অশান্তি শুরু হয়। কারখানার গন্ডির মধ্যে অবস্থান এই গাছটির যা কাটতে অগ্রণী ভূমিকা নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে কারখানার শ্রমিকরা প্রতিবাদ করেন গাছটি কেটে ফেলার বিরুদ্ধে মতামত জানিয়ে। কিন্তু কোনও অবস্থায় মালিক পক্ষকে গাছ কাটা থেকে বিরত রাখতে না পেরে কারখানার কর্মীরা ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে জানালে কাউন্সিলর তৎক্ষণাৎ বিষয়টি জানান গোলাবাড়ি থানা সহ পরিবেশ দফতরকে। ঘটনার খবর পেয়ে গোলাবাড়ি থানা থেকে পুলিশ গিয়ে গোটা এলাকাটি ঘুরে দেখে তদন্ত শুরু করেন। গাছের বাকি কাটা অংশ অবশ্য পাওয়া যায় নি।

ফুড কমপ্লেক্সে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার ফুড কমপ্লেক্সে ফুট টার্মিনালের রান্নাঘরে আগুন লেগে যাওয়ায় সাত সকালে হাওড়া ষ্টেশন এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। সকাল ৬–১০ মিনিট নাগাদ রান্নাঘরের কর্মীরা দেখেন রান্নাঘর থেকে কালো ধোঁয়া বার হয়ে সমস্ত এলাকা ঢেকে যায়। কর্মীদের চিৎকারে রেলকর্মীরা দৌড়ে আসেন। ততক্ষণে দমকলের প্রায় পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে।

বাসুদেব পালের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতে, জেলাপরিষদ ভবনের পাশ্ববর্তী গাঙ্গেয়বার্তা পত্রিকা দফতরের সামনে অনুষ্ঠিত হল প্রয়াত পত্রিকা সম্পাদক বাসুদেব পালের স্মরণসভা। উল্লেখ্য, গত ৩০ নভেম্বর, বারাসতে জেলা হাসপাতালে সকাল ন'টা নাগাদ শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে ৫৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর। ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার গাঙ্গেয়বার্তার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই স্মরণসভা। এদিনে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন একদিন পত্রিকার সম্পাদক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকার অবন বসু, লোকসঙ্গীত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি, মহকুমা তথ্য আধিকারিক প্রসেনজিত মন্ডল, এপিডিআর–এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রসাদ রায়চৌধুরী, সাংবাদিক সুকুমার মিত্র, সুভাষ পারিয়াল, অলক মিত্র, সুবীর সাহা, চিন্ময় গোলদার, সঞ্জীব চাকি, রতন নন্দী, অমর কুন্ডু, পাঁচুগোপাল হাজরা সহ যমুনা–মতী'র সম্পাদক সরোজ চক্রবর্তী, অশোক–কল্যাণ–এর সম্পাদক প্রলয় দত্ত ছাড়াও অন্যান্য জেলা পত্রিকার সম্পাদক অতনু মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সাহা, ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, বিপ্রতীপ দে, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়াও এদিন বহু সাংবাদিকদের ঢল নামে এই স্মরণ সভায়। শামিল হন প্রয়াত বাসুদেববাবুর পরিবারের লোকজন। প্রায় সকলেই শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন তাঁর বাইশ বছর ব্যাপী সাংবাদিকতা সহ বিভিন্ন গণ আন্দোলনের ভূমিকার কথা। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র–পত্রিকার প্রদর্শনীর আয়োজন করা সহ প্রয়াত বাসুদেব বাবুকে নিয়ে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

বিজেপির চিন্তন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার পূর্ণ লক্ষ্মী গার্ডেনে রাজ্য বিজেপির দু দিনের চিন্তন শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয় বর্গীয়, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সুরেশ পুজারি, রাজ্য সভার সাংসদ ও বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। দিলীপ ঘোষ বলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে যাতে এ রাজ্য থেকে তৃণমূলের কেউ নির্বাচিত হয়ে দিল্লি পর্যন্ত না যেতে পারে বিজেপি এবার সেই রাস্তাটা বন্ধ করে দেখাবে। সেটা নিয়ে চিন্তন বৈঠকে রূপরেখা তৈরি হবে। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত এবং ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির রণকৌশল তৈরি হবে।

সোমবার শিবির শেষ হলে প্রেস মিট করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, কাটোয়াতে বনধ হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে। মল্লারপুরে টিএমসি গায়ের জোর দেখাচ্ছে। গতকাল শান্তি মিছিল করেছে লোকজন নিয়ে এসে। যেমন ধুলাগড়ে হয়েছে তেমনি বাগনানে হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী টিএমসি–র রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। দুর্গা পুজো, মহরমের সময় ৮৯ জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে। এখানকার সমাজের উপরে অত্যাচার চলছে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে। জামায়েত, সিমি, আইএস–এর লোকেরা গ্রামেগঞ্জে ভরে যাচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় বোম ব্লাস্ট হচ্ছে আর সিমি, জামায়েত এজেন্ট ধরা পড়ছে। পাকিস্তানের আইএসআই চর ধরা পড়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গে এই সব ঘটনা ঘটছে। আর এখানকার সরকার পুলিশ প্রশাসন দিয়ে তাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষকে এত বোকা ভাবা অন্যায়। তারা ভিতরে ভিতরে সব বুঝে সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। যার বহিঃপ্রকাশ আগামী নির্বাচনগুলিতে পরিস্কার ভাবে বোঝা যাবে।

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
8768493400, 9232112629

৩০শে ডিসেম্বর '১৬ থেকে ৮ই জানুয়ারী '১৭
২য় বর্ষ কল্যাণী বই উৎসব
ভাবনা ঃ মহাশ্বেতা দেবী
আয়োজক ঃ কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ও কল্যাণী পৌরসভা
সেন্ট্রালপার্ক, কল্যাণী, নদীয়া ● প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত্রি ১০টা
থাকছে নানা বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা সভা
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬
বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা সভা
●
২রা জানুয়ারী ২০১৭
খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা
●
৪ঠা ও ৬ই জানুয়ারী ২০১৭
সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা
থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সুযোগ
মননশীল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়
30. 12. 16 ইন্দ্রানী দত্ত ড্যান্স ট্রুপ
31. 12. 16 পটা ও মরুদ্যান
01. 01. 17 অন্বেষা (মুম্বাই)
02. 01. 17 তিমির বিশ্বাস
03. 01. 17 অনুপম রায়
04. 01. 17 সুরজিৎ ও বন্ধুরা
05. 01. 17 আন্তার গ্রাউন্ড অর্থারিটি
06. 01. 17 মীর ও ব্যান্ডেজ
07. 01. 17 অ্যাশ কিং (মুম্বাই)
08. 01. 17 জাভেদ আলী (মুম্বাই)
কল্যাণী পুরসভার পক্ষ থেকে সকলের সাদর আমন্ত্রণ

এবারের বিষয়

প্রতারণার ফাঁদ

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

হ্যালো অরিন্দম বলছি

বিভিন্ন হাটে, বাজারে, মেলাতে, রেলওয়ে স্টেশনে

একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন বিভিন্ন জনবহুল বড় বড় রেলস্টেশনের আশে পাশে, হাটে বাজারে, মেলায় কিছু ছেলে একটা টেবিল বসিয়ে সস্তায় জামা কাপড় বিক্রির কথা চিৎকার করে বলতে থাকে। এরা সংখ্যায় আট, দশজন থাকে। কিন্তু যারা জামা কাপড় কিনতে যায় তারা ২/৩ জন দেখতে পায়। এদের নিজেদের ৩–৪ জন ক্রেতা সেজে এমনভাবে জামা কাপড় কিনবে যা দেখে আপনি প্রলুব্ধ হয়ে কিনতে যাওয়া মানেই ওদের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। প্রথম জামা কাপড় কেনার বাসনায় একবার দর করলেই ওরা দলবদ্ধ ভাবে সাত–আট জন ছলে বলে কৌশলে আপনাকে কিনতে বাধ্য করাবেই আর পকেট বা মানি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে কিছু একটা কিনে আনন্দে হেঁটে গেলেই দেখবেন আপনার পকেটে বা ব্যাগে রাখা সব টাকা লোপাট।

আসলে আপনি যখন জামা কাপড় কেনার জন্য টাকা বের করছেন একটু দূর থেকে ওদের আর এক সঙ্গী সব লক্ষ্য করে দেখছে টাকাটা কোথায় রাখছেন। তারপর হয় সে নিজেই বা অন্য সঙ্গীর সাহায্যে ওদের সুবিধা মতো একটু ভিড় জায়গায় ওদের আসল কাজটা করে ফেলে। খুব ভোরে শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশনে ভিন রাজ্যের মানুষগুলো যখন

ট্রেন থেকে নামে তখন কিছু ছেলে বেছে বেছে ওই সব যাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটু দামি চশমা গগলস, পুরনো মোবাইল দিয়ে দেয়। সরল বিশ্বাসে ওই সব যাত্রীরা যখন ওগুলো নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরতেই সেই গ্রুপের অন্য কিছু ছেলে ওদেরকে ধরে চোরাই চশমা গগলস, মোবাইল কেন নিয়েছেন বলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, উপায় না দেখে অসহায় ওই সব যাত্রীরা ওই সব জিনিস শুধু ফেরৎ নয় ৫০০/১০০০ টাকা ফাইন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই অভিনব প্রতারণা যারা করে তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে নির্লজ্জের মত ওই এলাকার কিছু উঠতি রাজনৈতিক নেতা আরপিএফ এবং জিআরপি–র কিছু অসাধু কর্মী সাহায্য করে। বহু মানুষ দিনের পর দিন আমাকে অভিযোগ করায় যদিও এই সব ঘটনাস্থল আমার থানা এলাকায় না পড়লেও, তবুও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে আরপিএফ এবং জিআরপি অফিসারদের জানালে কিছুদিনের জন্য তা বন্ধ হলেও আবার শুরু হয়ে যায়। বিশেষত শিয়ালদহ, স্টেশন এলাকায় আমার বিশেষ পরিচিত রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজকর্মী সফিকুর রহমান এবং পিয়াল চৌধুরীর সাহায্যে কিছুটা হলেও বন্ধ করতে পেরেছিলাম। নিজেকেই নিজে যদি একটু পরীক্ষা করেন দেখবেন আপনি যদি কখনও বেতনের বা অন্য কোনও বেশি পরিমাণে টাকা নিয়ে ট্রেনে, বাসে যাতায়াত করেন কিছুক্ষণ পর পর টাকাটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা আপনার হাত দিয়ে পরখ করে দেখেন আর এই দৃশ্যটাই আপনার সর্বনাশ ডেকে আনে। যে পকেটমার আপনার টাকার ব্যাপারটা বুঝবে বা দেখবে যে কিন্তু কখনও পকেট মারবে না সে অন্য সঙ্গীকে দিয়ে পকেট মারাবে। আবার ধরা পড়লে এদের গ্রুপের সব পকেটমার মিলে আপনার বিরুদ্ধে এমন চেঁচামেচি শুরু করবে সাধারণ মানুষ ভাববে আপনিই অপরাধী। অতএব যাতায়াতের পথে একটু সাবধান হলে আপনারই ভাল। ফুল প্যান্টের একদম নিচের দিকে পকেট বানিয়ে টাকা রাখলে পকেটমার ভিড়ে নিচু হয়ে কাজ হাসিল করতে পারবে না।

ভিখারিদের সাহায্য করার সময় বিপদ

অভিযোগ— মহাশয় আমি সায়েন্স সিটিতে পরিবার নিয়ে এসেছিলাম বিকেলে গাড়ি নিয়ে হিউজেশ মোড় হয়ে পার্ক সার্কাস যাব বলে। যখন গাড়ি চালিয়েছি দুটি বাচ্চা ছেলে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে, আমি স্ত্রীর কথায় যখন ওদের ১০ টাকা দিতে যাব হঠাৎ ওদের একজন আমার হাত থেকে আমার মোবাইলটি অদ্ভুত কায়দায় নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়...

এই রকম ভাবে ভিক্ষা দিতে গিয়ে কারও হাত ঘড়ি, মোবাইল, সোনার চেন, সহ নানা ছিনতাইয়ের তদন্তে অনেক ১০/১২ বছরের বাচ্চাও ধরা পরে, নিয়ম মেনে ওদের জুভেনাইন কোর্টে পাঠান হয়। আজও বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন অসহায় মানুষদের ভিক্ষা করতে দেখলে যাদের মন প্রাণ কেঁদে ওঠে। কিন্তু কখনও ট্রেন, প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সিতে যাতায়াতের সময় আপনার যে হাতে ঘড়ি, মোবাইল, মানি ব্যাগ আছে সেই হাত বাড়িয়ে ওদের আর্থিক সাহায্য না করাই ভাল। কারণ এদের অনেকেই ছিনতাইবাজ, ভিখারির ছদ্মবেশে ছিনতাই করছে। চোখের নিমেষে এরা আপনার হাতঘড়ি, মোবাইল, সোনার হার, মানি ব্যাগ যা পাবে নিয়ে পালাবে। আপনি হতভম্ব হয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে ওরা বহু দূর চলে যাবে, এদের বেশির ভাগেরই স্থায়ী ঠিকানা নেই। ভিন রাজ্যের বাসিন্দা এদের পেছনে বড় মাথা কাজ করছে। দূর পাল্লার ট্রেন ভ্রমণে দেখবেন কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়ে ঝাটা হাতে কামরার কিছু জায়গা পরিষ্কার করে আর্থিক সাহায্য চাইতে অভ্যস্ত। ওদের হাতে টাকা পয়সা না দিলেই ভাল হয়, কারণ শুনে অবাক হবে যে ওরা দিনের শেষে যা আয় করে সেই টাকায় সবাই মিলে ৫/৬টি ডেনড্রাইট, ব্যান্ড এইড কিনে একটি রুমালে ডেনড্রাইট সবটা ঢালে তারপর পুটুলির মত করে সবাই চেটে চেটে খায়, নেশা হলে সেখানেই সারা রাত ঘুমিয়ে থাকে। যা দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু যদি সত্যিই ওদের প্রতি দয়া হয় টাকা পয়সা না দিয়ে পাউরুটি, বিস্কুট, স্টেশনে যে লুচি, পুরি তরকারি বিক্রি হয় কিনে দিন তাতে ওদের উপকার হবে ওরাও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে। তবে সবাই কিন্তু এই কাজে যুক্ত নয়।

আমি তখন কলেজে পড়ি, মাতৃহারা একটি ছোট ছেলেকে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিক্ষা করতে দেখে আমার কষ্ট হয়, তাকে আমার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাব বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। –বাড়িতে ঢোকার আগে ওকে ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করাই, ওর সব পুরনো জামা প্যান্ট ফেলেও দিই। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল, আমার মা ওকে খুব ভালবাসত। বাবা আমাকে বার বার মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, ওই ছেলেটাকে এই ভাবে বাড়িতে আনা ঠিক হয়নি। আমি শুনিনি ও আমার সাথেই থাকে, পাশে বসিয়েই দুজনে খেতাম। এইভাবে ৩/৪ মাস যাওয়ার পর একদিন ওকে আমাদের সবার রেশন কার্ড এবং ১৫০ টাকা দিয়ে রেশন দোকানে লাইনে রাখার জন্য পাঠাই, কথা ছিল আমি ঘন্টা খানেক পরে যাব। এই মতো গিয়েও ছিলাম, কিন্তু ওকে আর পাইনি। সবচেয়ে বড় কথা সব রেশন কার্ডগুলিও নিয়ে গিয়েছিল ওর নাম ছিল খোকন। অতএব দয়া দেখাতে গিয়ে নিজের এবং পরিবারের বিপদ হতে পারে। যদি রাখতেই হয় লোকাল থানা থেকে CV verify না করে বাড়িতে না রাখা ভাল।

গাড়ি চালাবার সময় কোনও সুন্দরী মহিলাকে গাড়িতে বসাবেন না

অভিযোগ— মহাশয় আমি আজ সন্ধ্যা অনুমানিক ৯.১০ নাগাদ অফিসের কাজ শেষে আমার গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ এক মহিলা হাত জোড় করে লিফট চায়। আমি যেহেতু একই পথে যাব তাই কোনও দ্বিধা না করে তুলে নিই। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর উনি হঠাৎ ওনার ব্লাউজ ছিঁড়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, আপনি এতো অসভ্য কেন? আপনি আমাকে রেপ করতে চাইছেন? গাড়ি থামান নয়ত আমি পুলিশ ডাকব। আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গাড়ি থামাতেই উনি আমার কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করলে আমার মান সম্মান বাঁচাতে ২ হাজার

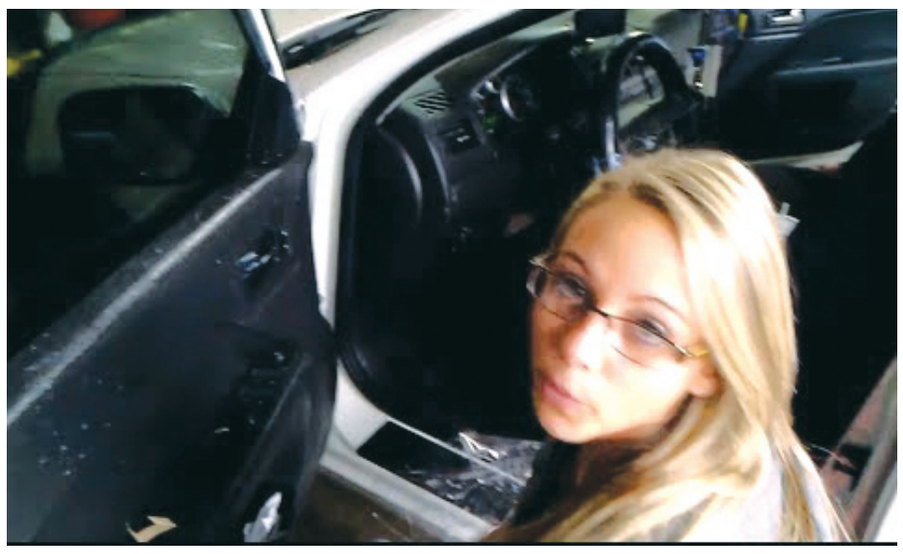

টাকা আমার হাত ঘড়ি, একটি আংটি এবং দামি মোবাইল দিয়ে রক্ষা পাই।

এই ঘটনার তদন্তে জানা যায় এইভাবে অনেক মানুষই উপকার করতে গিয়ে এই ধরনের ফাঁদে পড়ে বিপদে পড়েন। বাড়িতেও জানাজানি হলে বহু ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝিতে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। উক্ত ঘটনার তদন্তে ওই ব্যক্তির মোবাইল এর IMEI No চেক করে ওই মহিলাকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। জানলে অবাক হবেন এদের অনেকেই নিষিদ্ধ পল্লিতে থাকে। এরা স্থানীয় কিছু মাফিয়াদের সাহায্যে এই ধরনের কাজ করতে সাহস পায়। আপনি যদি সাবধান না হন এই চক্রান্তের শিকার হয়ে আপনার জীবনও যেতে পারে।

লাইফ লাইন

- নবান্ন ২২১৪৫৪৮৬
- ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪০
- লালবাজার ২২৫০৫০০০, helpline : 1091 1090

মোবাইল থেকে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের কোনও ঘটনার জন্য Child helpline : 1098
- women help line Dist 24pgs(South) 2448 2448
- women help line Dist 24pgs(North) 9830220100

এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকেও Fax No 22415555 and 22140528 জানাতে পারেন।

আগামী সংখ্যায় অবৈধ জলাশয় ভরাট প্রসঙ্গ

অপেক্ষা করছে নানা স্বাদের কেক

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেখতে দেখতে চলে এল বড়দিন। বড়দিন মানেই নানা স্বাদের রকমারি কেক। বিভিন্ন বেকারিতে সারা বছর পাউরুটি, বিস্কুট

তৈরি হলেও বড়দিন এলেই বেকারিগুলিতে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। বড়দিনকে ঘিরে বাড়তি রোজগারের আশায় কেক তৈরির ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। ক্রেতাদের চাহিদা মেটানোর জন্য কারিগরেরা রকমারি, লোভনীয় ও মনপসন্দ কেক তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য অন্যান্য বারের মত এইবার কেক তৈরি ও বিক্রিতে একটু হলেও ভাঁটা পড়েছে। কারণ একটাই। সেই পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের সমস্যা।

হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের প্রায় দশ বছরের পুরোনো এমনই একটি কেক প্রস্তুতকারী সংস্থা বেঙ্গল কনফেকশনারির ম্যানেজার নুরুল সরকার জানান, বড়দিন এলেই প্রতিবারের মতই কেক তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আমাদের কারিগরেরা। এইবার কেকের মধ্যে রয়েছে ফ্রুট কেক, লাইট ফ্রুট কেক, ক্লাব কেক, চকোলেট কেক। চিরাচরিত নানা স্বাদের কেকের পাশাপাশি রয়েছে নতুনত্বের ছোঁয়া। নিরামিশাষী অনেকে ডিমের জন্য কেক খেতে পারেন না। তাদের জন্য ডিম ছাড়া 'এগলেস কেক' ও 'ভেজ কেক'। এর মধ্যে আবার আছে চকোলেটের ছোঁয়া। যেহেতু বড়দিন শীতকালের একটি উৎসব। তাই শীতকালের খাদ্যের সুস্বাদু ও লোভনীয় উপাদান নলেনগুড় দিয়ে কেকও তৈরি করা হয়েছে। নলেনগুড় আনা হয় বাঁকুড়া থেকে। এই সব কেকের দাম পাইকারিতে ১০০ থেকে ১৫০টাকা।

সারা বছর এই সংস্থায় পাউরুটি, বিস্কুট তৈরি হলেও বড়দিন এলে রকমারি কেক তৈরি শুরু হয়ে যায়। এই সংস্থায় প্রায় ২০ জন স্থায়ী কর্মী রয়েছে। বড়দিন উপলক্ষ্যে আরও প্রায় ২০–৩০ জন অস্থায়ীভাবে কেক তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। গত বছর প্রায় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ পিস কেক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই বছর সেই পরিমাণ কমে গিয়ে মাত্র ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ পিস কেক তৈরি হয়েছে। বড়দিনের মরসুমে কেকের এই উৎপাদন ঘাটতির জন্য ম্যানেজার নুরুল সরকার দায়ী করেছেন বাতিল নোটের সমস্যাকে। তিনি বলেন অনেকে কাজ ফেলে সারাদিন ব্যাঙ্কে ও এ.টি.এম–এ গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পুরোনো নোট পাল্টাতে ব্যস্ত থাকছেন। ফলে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খুচরোর সমস্যা। এই সংস্থার যে সমস্ত কেক বাজারে গিয়েছে বিক্রির জন্য সেগুলো সব বিক্রি হবে কিনা তা নিয়ে রীতিমত আশংকা প্রকাশ করেছেন নুরুলবাবু।

মিশন নির্মল বাংলা
আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের গর্ব।

আমার শৌচাগার
সুন্দর দক্ষিণ... উন্মুক্ত শৌচবিহীন...

পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত

পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত ও সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৬ শনিবার পঞ্চায়েত বার্ষিক গ্রামসভা ও নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষণা উপলক্ষ্যে পোলঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সকাল ৯টা হইতে সারাদিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সুন্দরবন চক্ষু হাসপাতালের পরিচালনায় চক্ষু ও ছানি পরীক্ষা করা হইবে।

এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনার ও আপনাদের গৌরবময় উপস্থিতি আমরা বিশেষ ভাবে কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

আখন্দ আনোয়ার উল হক
প্রধান
পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত

স্থান–পোলঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন

মাঙ্গলিকী

অনুষ্ঠিত হল রবিবাসরের মাসিক অধিবেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিনায়কত্বে যে 'রবিবাসর'–এর পথ চলা শুরু হয়েছিল, সেই 'রবিবাসর' এখন ৮৮ বছরে পদার্পণ করেছে। মাসিক এই অধিবেশন গত ১৮ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল রবিবাসরের সভ্য ড. শঙ্কর ঘোষের শ্রীভূমির বাড়িতে। বর্তমান অধ্যক্ষ ড. তুষারকন্তি ঘোষ, সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, বক্তা ড. স্বস্তি মন্ডল মিলিত ভাবে প্রচীপ প্রজ্জ্বলন করে এই সান্ধ্য অধিবেশনের সূচনা করলেন। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই উদ্বোধনী সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সভ্য সভ্যাদের কবিতা পাঠ, গল্প বলা, গান, বক্তব্য রাখার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠশন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কবিতা পাঠ করলেন রথীন কর, অনিল দাঁ, সঞ্জীব কুমার দুবে। স্বরচিত গল্প পাঠ করলেন দিব্যেন্দু রায় সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আলপনা সেনগুপ্ত ও পারমিতা রায়।

বক্তব্য রাখলেন সুব্রত মহলানবীশ, বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। বিকাশ রায়ের শতবর্ষ নিয়ে বললেন ড. শঙ্কর ঘোষ, সেই সঙ্গে শোনালেন বিকাশ রায় পরিচালিত 'সূর্যমুখী' ছবির গান ''আকাশের অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে'। ঋজু রায় পরিবেশন করলেন ''শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন'' গানটি। আজকের অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিলেন ড. স্বস্তি মন্ডল। তিনি আলোচনা করলেন সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে। জানারী, ঢোঁড়াই চরিত মানস, চিত্রগুপ্তের ফাইল, অচিন রাগিনী সহ বিভিন্ন উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন ড. স্বস্তি মন্ডল। তাঁকে পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় এবং বই দিয়ে সম্বর্ধিত করা হল। অধ্যক্ষ ড. তুষারকান্তি ঘোষ সমগ্র অধিবেশন সম্পর্কে সুন্দর ভাবে তাঁর ভালো লাগার কথা জানালেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঞ্চালনার গুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এই অধিবেশন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সভ্য সভ্যাদের আপ্যায়ন করেন ড. সুজাতা ঘোষ।

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সভায় কবি, লেখক, শিল্পীবৃন্দের উপস্থিতির সংখ্যা ৩০ ছাপিয়ে গেল। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনেরই সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি আলোক মুখার্জী। বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'আকাশ বলাকা' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল গুহ। আসরের অতি উজ্জ্বল সঞ্চালনা করেন কবি ইলা দাস (নিয়মিত যাঁর কবিতা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে পড়েন এই প্রতিবেদক)।

গৌতম পলমলের উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'অজানা এক পথ' (শ্যামল মিত্র) দিয়ে আসরের উজ্জ্বল শুরু। এরপর বিবিধ জনের স্বরচিত কবিতা পাঠ। যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন সুনীল গুহ ('লক্ষ্যভেদ'), জয়ন্ত দত্ত ('আত্মবোধ'— বারবার শোনা যায় এই কবিতাটি), যুবা কবি উত্তম মন্ডল ('নিষ্পাপ'), স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ('স্বীকারোক্তি'), গৌতম পলমল ('জীবনের ইতিকথা'— অনবদ্য রচনা), সুজিত সরকার ('রঙ নেই'— কবিকে অন্য কবিদের মধ্যে আলাদা করে চেনায়), বরিষ্ঠ কবি মুকুল মাইতি ('কাঠ ঠোকরা'— ছড়া), পামেলা সরকার ('শত্রু'— পাঠও ভাল), স্বরূপ চক্রবর্তী ('চিহ্ন'— স্বরূপের অধিকাংশ কবিতাতেই জীবনের 'ওপারের' ছায়া থাকে, যেটি তাঁর কবিতার একটা ফর্ম হয়ে উঠেছে— আধো আলো— আধো ছায়ায় ঘেরা তার কবিতা সাধারণতঃ এক অন্য মাত্রার রচনা), নিতাই মৃধা ('শব্দ যাত্রা'— মননশীল রচনা), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গড়িয়া নিবাসী প্রতিষ্ঠিত কবি : 'টাকা মাটি মাটি টাকা'— দুর্দান্ত ছড়া।), শাশ্বতী সরকার ('বিজলী'), বরিষ্ঠ কবি/ আবৃত্তিকার কানাই লাল পালুধি ('হে রাজাধিরাজ'), সঞ্চালিকা ইলা দাস ('পোড়া চোখ'— হৃদয়স্পর্শী রচনা, বাচিক শিল্পী হিসাবেও কবিকে চেনা যায়), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার ('দুই পৃথিবী'— বারবার শোনা যায় কবিতাটি), শংকর ব্রহ্ম ('গ্রীষ্ম', নিজেকে ব্যঙ্গ করে দুর্দান্ত রচনা), শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি আলোক মুখার্জী ('রাত্রির তৃতীয় যাম'—হৃদয় স্পর্শী রচনা— বার বার শোনা যায়) প্রমুখ। এদিন আরও যাঁরা গানে গানে আসরকে দ্বিমাত্রিক রূপ দিলেন তাঁরা হলেন হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রী (ধ্রুপদী সুর মিশ্রিত লোকগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও আরও...), লিপিকা দে (লোকগীতি 'মিলন হবে কবে') সকলের করতালিতে গানটি খুবই জমে গেলো), বনানী ব্যানার্জী (রবীন্দ্রসঙ্গীত 'কোথা হতে যেন শুনতে পাই' আসরে প্রথম এলেন : গান প্রসংশিত হল— 'ভিনি–ভিডি–ভিসি'?...) প্রমুখ। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন সুদীপ্ত আচার্য্য, শুভ্রা সাহা, সুবল চন্দ্র দত্ত, সুনীতি বিকাশ চৌধুরী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাস, সুবীর সরকার, সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ঋতা দাশগুপ্তের গানের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। যথারীতি চা–জলপানের ব্যবস্থা সহ সকলের আপ্যায়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য সুদর্শন দাস। দিনে দিনে এই মাসিক সাহিত্য সভা আরও জমে উঠছে।

প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হচ্ছে নানা স্বাদের গল্প ও কবিতা নিয়ে সাহিত্য বিভাগ

গল্পমেলার বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ ও ১১ ডিসেম্বর গল্পমেলার ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশন চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে (রবীন্দ্রভবন) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উদীয়মান ও প্রবীন লেখক, লেখিকাদের স্বরচিত নানা স্বাদের অনুগল্প পাঠ গল্পমেলার এই বার্ষিক অধিবেশনে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুব্রত দেব, উজ্জ্বল রায়, অর্চনা ভট্টাচার্য, কৃষনলাল সরকার, শাশ্বতী নন্দী, সিক্তা গোস্বামী, নীতা রায়,

নিয়তি রায়চৌধুরী, চন্দ্রা মজুমদারের অনুলেখন ও পাঠ প্রশংসার দাবি রাখে। এই ধরণের অধিবেশনের প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও বাঙালিকে সৃজনধর্মী গল্প লিখতে উৎসাহিত করবে। নানা আলোচনার মধ্যে বক্তারা হাতে লেখা গল্প রচনার পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রযুক্তির নানা ব্যবহারিক সুবিধা সুবিধা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন যাতে দ্রুত নানা ধরণের গল্পকে সারা বিশ্বের পাঠক পাঠিকার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কাগজে লেখার চল ধীরে ধীরে কমে গেলে সময় ও পরিশ্রম বাঁচবে। উপস্থিত বিশ্লেষকদের লেখক লেখিকার গল্প নিয়ে সুচিন্তিত মতামত ও উপদেশ বেশ ভাল লেগেছে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্রোতাদের সকলের গল্পপাঠ ও বক্তব্য মনযোগসহকারে শুনতে দেখা গেছে। সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্তকে ২০১৬ সালের গল্পমেলার স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন মুক্ত গল্পমেলার সাথে জড়িত এবং এক সময় মুক্ত গল্প সভার দীর্ঘদিনের সম্পাদক বলরাম বসাককে অনাদি স্মারক ২০১৬ সম্মান প্রদান করা হয়। শতবর্ষে নরেন্দ্রনাথ আলোচনা চক্রে তাঁর রচনার নানা দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অনান্য সাহিত্যিকদের সাথে নরেন্দ্র পুত্র অভিজিৎ মিত্রের উপস্থিতি এবারের গল্পমেলার আয়োজনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট লেখক গৌর বৈরাগী।

সারা দেশে জনজাতিদের জন্যে কল্যাণমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণে ভারত সরকারের অনবদ্ধ প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিদের জন্যে বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ভারত সরকারের তরফে মিনিস্ট্রি অব ইনফর্মেশন অ্যান্ড ব্রড কাস্টিং কর্পোরেশন। বস্তুত এই মিনিস্ট্রির অন্তর্গত সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর বি পাল চৌধুরী সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ সিকিমের মেল্লি ব্লকে এই সব পরিকল্পনার কথা জনজাতিদের সামনে তুলে ধরার কাজে নেমেছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ। যাঁরা তাঁদের জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনজাতিদের সামনে তুলে ধরছেন, তাদের জন্যেই বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা।

নতুন ২০০০ টাকার কারেন্সি নোটের প্রয়োজনীয়তা, পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার কারেন্সি নোট বাতিল ও বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা (যা সকলেরই মঙ্গলের কারণ হবে); 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান! 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'; 'অটল পেনশন যোজনা'; 'হেল্‌থ কেয়ার ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার', 'ন্যাশনাল হারমোনি' ও সেই সুবাদেই ২৫ ডিসেম্বর পালনের তাৎপর্য্যের কথা— আগামী ২৮ ডিসেম্বর অবধি মোট ২০টি জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাদুকর ও তাঁর দল জনজাতিদের বিশেষ সচেতনতার কাজ চালিয়ে যাবেন, যাতে এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা ভারত সরকারের উপরোক্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুযোগ নিয়ে নিজেদের জীবন যাপন উন্নতি করতে পারেন। জন–জাতির উন্নতিকল্পে ভারত সরকারের এই সার্বিক প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়।

কল্যাণী নাট্যভাবনার ৪র্থ বার্ষিক নাট্যমেলা

সব্যসাচী সান্যাল : ভারত সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের আর্থিক সহায়তায় কল্যাণী নাট্যভাবনার আয়োজনে ৪র্থ বার্ষিক নাট্যমেলা গত ৩ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে কল্যাণী ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বর্তমান প্রজন্ম ও আজকের বাংলা থিয়েটারের অবস্থান নিয়ে বিশিষ্টনাট্য ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও অন্যান্য নাট্য ব্যক্তিত্ব চন্দন সেন, দেবাশিস মজুমদার ও তীর্থঙ্কর চন্দ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাটকের কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

কল্যাণী একটি সাংস্কৃতিক শহর হিসাবে পরিচিত। এবারেও ৪র্থ নাট্যমেলায় নাটক দেখতে অনেকে এসেছিলেন তবে নোট বাতিলের প্রভাবে দর্শক সমাগম কিছুটা হলেও কম। মিলন কুমার শী যিনি কল্যাণী নাট্যভাবনা দলের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত, এবারের নাটকের আয়োজনের বিষয়ে বিশদভাবে জানালেন। মোট ১৩ টি দলের নাট্য প্রযোজনা এই নাট্যমেলায় পরিবেশিত হয়। উদ্বোধনের দিন পরিবেশিত হয় বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন পরিবেশিত কলকাতার নাটক কমলা। পিয়ালী বসু চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় বর্তমান সময়ে নারীদের নানা অসম্মানের বাস্তব ঘটনা উঠে আসে এই নাটকে। অন্যান্য নাটকের মধ্যে ছিল দেবাশিস সরকারের নির্দেশনায় হালিশহর ইউনিটের মালঞ্চর প্রযোজনায় রাবণ বধ, কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী নান্দীকারের প্রযোজনায় সোহিনী সেনগুপ্তর নির্দেশনায় পাঞ্চজন্য, থিয়েটার প্লাটফর্ম খড়দহর নাট্য গোষ্ঠী প্রযোজনায় দেবাশিস রায়ের নির্দেশনায় ইলা গুঁঢ়েষা, রঙ্গিলা, কলকাতা নাট্য গোষ্ঠীর প্রযোজনায় কৌশিক করের নির্দেশনায় নাটক ফাটক, নটধা কলকাতার প্রযোজনায় অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটক অথৈ, কল্যাণী নাট্যভাবনার প্রযোজনায় ও তাপস চক্রবর্ত্তীর নির্দেশনায় রবীন্দ্র সৃষ্ট অসামান্য বেদনা তুরস্মৃতি মাদকতায় গ্রাম্য সরলজীবনের কাহিনী অবলম্বনে ছোটগল্প পোস্টমাস্টারের অগ্নি মিত্রের নাট্যরুপ। একই দিনে সন্ধ্যেবেলায় উপস্থাপিত হয় পঞ্চবৈদিক, কলকাতা প্রযোজনায় , বিশিষ্টনাট্য ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য নাটক বাইশ গজের জীবন। শেষ দিনের উপস্থাপনায় ছিলসকলের সুপরিচিত নাটক সমতট উত্তরপাড়ার প্রযোজনায় বাসুদেব হুই র নির্দেশনায় চরণদাস চোর এবং চেতনা, কলকাতা প্রযোজনায় সুমন মুখ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় সাড়া ফেলা নাটক ঘাসীরাম কোতয়াল। নাট্যমেলায় পরিবেশিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় কল্যাণী নাট্যভাবনার প্রযোজনায় ও তাপস চক্রবর্তীর নির্দেশনায়, রবীন্দ্র সৃষ্ট বহুশ্রুত আবেগময় কবিতা দেবতার গ্রাস যা আমরা অনেকে খুব ছোটবেলা থেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কণ্ঠে বহুদিন ধরে শুনে আসছি তার নাট্যরুপ। রবীন্দ্র কবিতার নাট্যরুপ পরিবেশনা করা খুব দুরুহ ব্যাপার। দেবতার গ্রাসে বর্ণিত রাখালকে সকলে মিলে টানাটানি করে সাগরের জলে নিক্ষেপণ করা, আর মৈত্র মহাশয়ের রাখালের মাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে ঝাঁপ দেওয়া কবিতার মধ্যে যে আবেগমথিত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা নাটকের মধ্যে ঠিক পাওয়া গেল না । তবে নাটকের নির্দেশক সুক্ষভাবে নাটকের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজগৃহে শৌচাগারের প্রকল্পের প্রচার খানিকটা করেছেন। তবে সব থেকে উপভোগ্য এবং বেশির ভাগদর্শকের বিচারেনাট্য মেলায় অনুষ্ঠিত নাটকের মধ্যে অন্যতম সেরা, নির্ণয় নাট্য গোষ্ঠী, হাওড়া প্রযোজিত নাটক রস যেখানে সঙ্গীতা পালের নির্দেশনা অভিনয় শৈলী ও উপস্থাপনা দর্শকদের নজর কেড়েছে। সুপরিচিত ঔপন্যাসিক ও মানুষের জীবন থেকে নেওয়া অসাধারণ ছোট গল্পের স্বনাম ধন্য লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সৃষ্ট গরিব মুসলিম পরিবারের বেঁচে থাকার জীবন কাহিনী নিয়ে ছোট গল্প রসের মূল ভাবটিকে অপরিবর্তিত রেখে নাট্যরুপ পরিবেশনা প্রেক্ষাগৃহের উপস্থিত দর্শকদের আবেগতাড়িত ভাবে মনোযোগের সাথে দেখতে লক্ষ্য করা গেছে। এ বহুদিন আগে এই গল্পের চলচ্চিত্র রুপ সওদাগরের যেখানে অভিনয় অংশে অমিতাভ বচ্চন , নূতন ও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করা শিল্পীদের মোতি মিঞা, মাজুবিবি ও ফুলবানুর চরিত্রগুলি এই নাটকের আবেগঘন দৃশ্যের মত ফুটে ওঠেনি। কল্যাণী নাট্যভাবনা বিভিন্ন নাট্যদল নিয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে আর আগামীদিনে এতদঅঞ্চলের নাট্যপ্রেমীদের কল্যাণী নাট্যভাবনার কাছে আরো নতুন কিছু প্রত্যাশা থাকল।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

পরিচালনায় ঃ মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২২ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৭

১৫ই জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বেলা ১২টা বিভাগ ক–১৮ বছর পর্যন্ত
ভজন (১) মেরে প্রীতম মেরে প্রীতম অথবা (২) বোধ সাগরে বোধের লাগিয়া অথবা (৩) হৃদয়েতে নাচে মা শ্যামা
বেলা ২টা বিভাগ খ–১৮ বছরের ঊর্দ্ধে ২৫ বছর পর্যন্ত (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)
ভজন (১) আমির আমি অহং দেব অথবা (২) আনন্দঘন শ্যাম অথবা (৩) হৃদয় আকাশে বিরাজে
বেলা ৪টে বিভাগ গ–২৫ বছরের ঊর্দ্ধে (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)
ভজন (১) আনন্দে মজলোরে মন অথবা (২) এ দেহ ঘুড়ি কে বানালো অথবা (৩) কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে
বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই ৯টি ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Competition বিভাগ
হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

ভজন বিষয়ের নাম দেওয়ার জন্য SMS/Whatsapp পাঠান এই ভাবে–'Vajan', 'Ka' অথবা 'Kh' অথবা 'Ga' প্রতিযোগীর নাম সহ ঠিকানা এবং অন্য আর একটি ফোন নম্বর সহ পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে–৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭ এবং ৮০১৭৬১৬১৫১ ইমেলেও পাঠাতে পারেন–info@aamibodh.org
নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই জানুয়ারি ২০১৭

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭তে)
বিকাল ৪টা –**একক রবীন্দ্র নৃত্য**
বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**
বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।
বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**
বিভাগ : সর্বসাধারণ।
যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**
বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর ঊর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (৯এর ঊর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,
মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,
কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭
মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৭ বৈকাল–৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

হাবাস ছেড়ে এখন মলিনায় মজে তিলোত্তমা কলকাতা

অরিঞ্জয় মিত্র

হাবাস চলে যাওয়ার সময় সবাই যেন ধরে নিয়েছিল এই সুবিশাল পোর্টফোলিওর কোচ না থাকার মাশুল ভালো মতো চোকাতে হবে টিম এটিকে-কে। তার ওপর আবার মলিনার

মতো তুলনামূলকভাবে লো-প্রোফাইলের কোচ কি করবেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল এটিকে সমর্থকরা। এমনকি মিডিয়ার একটা বড় অংশ হাবাসের 'শ্যাডো' মলিনার ওপর কোনও আশা করতে পারছিল না। অথচ এবারের আইএসএল যেভাবে মলিনার দক্ষ কোচিংয়ে ড্যাং ড্যাং করে জিতে নিল কলকাতা তা বোধহয় কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সারা টুর্নামেন্টে কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলছিল এটিকে। বিশেষ করে লিগ পর্বে কলকাতার জয়ের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এটাও ঠিক কলকাতাকে সেভাবে হারাতেও পারছিল না কেউ। মুম্বই এফসি'র কাছে লিগ পর্বে হার মানতে হয়েছিল টিম মলিনাকে। মুম্বইয়ের উরুগুয়ান তারকা ফোরলানের গোলে পরাজিত হয় এটিকে। তাও ঘরের মাঠে, রবীন্দ্রসরোবরে। মুম্বইতে গিয়ে তার পালটা অবশ্য দিতে পারেনি কলকাতা। ম্যাচটি ড্র হয়েছিল।আসলে কলকাতার এবারের পারফরমেন্সে প্রথম দিক থেকে কেমন যেন একটা খাপছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বোরহা, দ্যুতি, পোস্তিগা, হিউমরা অনেকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল তুলে এনে দলকে জেতালেও আগের সেই ধার-ভার সেভাবে তাদের খেলায় পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্তত লিগ পর্ব চলাকালীন এরা কেমন যেন নিষ্প্রভ ছিলেন। এইসময়ে যথারীতি সমালোচকদের কলমে হাবাস বনাম মলিনার কোচিং ট্যাকটিক্সের পার্থক্য নজরে পড়ছিল। তারা এমন বলাও শুরু করেছিলেন যেসেমিফাইনালে পৌঁছালেও কলকাতার ওপর বিরাট কিছু আশা করা যায় না। তাদের মনে হচ্ছিল মূলপর্বের 'লাক' থাকলেও এর থেকে বেশি এগনো সম্ভব নয় এটিকের। সেমিফাইনালে তো আবার শক্তিশালী মুম্বইকে প্রায় জিতিয়েও দিয়েছিলেন এই তথাকথিত ফুটবল এক্সপার্টরা। তাদের মুখেই কার্যত ঝামা ঘষে দিয়ে সেমিফাইনাল থেকে যেন উত্তরণ ঘটল টিম এটিকে'র। বস্তুত লিগ পর্বের এটিকে আর সেমিফাইনালের এটিকে'র মধ্যে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। এই কলকাতা যেন আইএসএল জিততে বদ্ধপরিকর। সেটাই আরও প্রমাণিত হল মুম্বইয়ের সঙ্গে সেমিফাইনালে কলকাতার অত বড় জয় তুলে নেওয়ার মধ্যে। সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে শক্তিশালী মুম্বইকে ৩-২ হারিয়েই একরকম আইএসএল জেতা হয়ে গিয়েছিল কলকাতার। এরপর কেরালাকে হারানো তো আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফির ওপর তাদের অধিকার কব্জা করা। আর লিগের সময়ের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি বোরহা ফার্নান্ডেজ, দ্যুতি, হিউমরা যেন গলগল করে অগ্নুৎপাত করতে শুরু করল সেমিফাইনাল থেকে। যার প্রবল দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মুম্বই থেকে কেরালা সকলে।

মলিনার দাপটে আরও একজন ফিকে হয়ে গেলেন। ঠিক ধরেছেন তিনি প্রথম আইএসএলে কলকাতাকে জয়ী করা হাবাস। তাঁর টিম পুনে তো সেমিফাইনালে উঠতেই পারল না। যেখানে মনে হচ্ছিল 'হাবাস ছাড়া কলকাতা কানা' সেখানে হয়ে গেল 'কলকাতা বিনা বাজল না হাবাসের বংশী'। সত্যিই হাবাস যতটাই এবারের আইএসএলে ফ্লপ করলেন ততটাই সফল হলেন একসময়ে তার সহকারী মলিনা। মলিনা যতটাই উজ্জ্বল ততই মলিন লাগল হাবাসকে। আপাতত কলকাতা যে বড়দিনের আনন্দে টিম মলিনাকেও সামিল করে নিচ্ছে তা বলাইবাহুল্য। বিশেষ করে বিদেশিদের বাইরেও যে বঙ্গসন্তানরা কলকাতার এই সাফল্যে বড় অবদান রাখল সেই 'সেভজিত' আখ্যা পাওয়া গোলকিপার দেবজিৎ আর ট্রাইবেকারে কেরালার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়া বজবজের জুয়েল রাজাকে নিয়ে তাই বড়দিন, পিকনিক আর 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এ একসঙ্গেই মাতবে বাংলার অগণিত ফুটবলপ্রেমী। প্রিয় 'মলিনা' দাদাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসও চোখে পড়বে। অবশ্য বড়দিনের প্রাক্কালে আর সময় নষ্ট করতে চাইবেন না মলিনা। তিনি হয়তো বড়দিনে মেতে উঠতে স্বদেশেই উড়ে যাবেন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। সেটা স্বাভাবিকও। তাও এখন বেশ কিছুদিন সিটি অফ জয় মলিনায় মজে থাকবে এটা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। পরের বছরের রসদ আগাম পেয়ে যাওয়া তো অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড পাওয়ার মতোই।

লেখার শেষে একটা কথা বললে হয়তো রে রে করে তেড়ে আসবেন এটিকে সমর্থকরা। তবে এটাও তাদের মাথায় রাখতে হবে এবার আইএসএলে কলকাতার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে চ্যাম্পিয়ন্স লাক কিছুটা সাহায্য করেছে। নয়তো কলকাতার পারফরমেন্স মূল পর্ব বাদ দিলে কেমন যেন খাপছাড়া ছিল। বিশেষ করে লিগের ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াই তো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এখানে হয়তো মলিনার চওড়া কপাল কলকাতাকে সাহায্য করেছে খানিকটা। তবে এর জন্য তাঁর স্ট্র্যাটেজিকে খাটো করে দেখালে একদমই চলবে না। বরং সেমিফাইনালের সেকেন্ড লেগে তিনি যেভাবে মুম্বইতে গিয়ে পুরো প্রথম দলটাই পালটে ফেলেছিলেন তার প্রশংসা তো করতেই হবে। কজন কোচের এমন বুকের পাটা আছে। বলতে গেলে এটিকে-তে তাঁর প্রথম সেশনে অ্যাডভেঞ্চারে বুঁদ হয়ে ট্রফি আনলেন মলিনা।

সপ্তাহব্যাপী ফুটবল বীরভূমে

অভীক মিত্র : সপ্তাহব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিচিত্রানুষ্ঠান ও মেলায় মাতল বীরভূম জেলার বড়গুণসীমা গ্রাম। উদ্যোক্তা এমজিআর স্পোর্টস আকাদেমি। ৫ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান। মুথাবেড়িয়া, চিনপাই, সিউড়ি, ইলামবাজার, দুর্গাপুর থেকে ৮টি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ফাইনালে দুর্গাপুর ইয়ং বেঙ্গল ১-০ গোলে মুথাবেড়িয়া আমিনুল ইলেভেনকে হারিয়ে দেয়। নাইজেরিয়ান ফুটবলারের আধিক্য ছিল এই ম্যাচে।

চ্যাম্পিয়ন দল পায় ট্রফি ও ৬৬,৬৬৬ টাকা এবং রানার্স দল পায় ট্রফি ও ৪৪,৪৪৪ টাকা নগদ পুরস্কার। যাত্রা, ম্যাজিক, দূরদর্শন ও বেতার শিল্পীদের বাউল গান ছিল সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে। পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মন্ডল ও বিকাশ রায়চৌধুরী।

ক্যানিং-এ নক আউট ফুটবল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং-এ শুরু হল এক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। আয়োজক মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘ। সহযোগিতায় ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও মাতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েত। আট দলের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, মাতলা ১ পঞ্চায়েত প্রধান তাপস সাহা, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ দাস, ক্যানিং এসডিপিও ধ্রুব দাস, ক্যানিং ১ নম্বর বিডিও কিংশুক চন্দ, ক্যানিং-এর সিআই রতন চক্রবর্তী, ক্যানিং-এর ওসি আশিস দাস, বনগাঁর সিআই সতীনাথ চট্টরাজ সহ এক ঝাঁক ফুটবলার ও কোচ। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় যাদবপুর এক্স ফুটবলার্স ও রবীন্দ্র কানন সমবায় সমিতি (কলকাতা)র মধ্যে। যাদবপুর এক্স ফুটবলার্স ২-১ গোলে জয়লাভ করে। আগামী ১ জানুয়ারি ক্যানিং ডেভিড শেমুন স্কুল মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার হিসাবে থাকছে ''চাঁদমণি দাস ও বিহারী লাল দাস ট্রফি ও এক লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পুরস্কার ট্রফি ও ৮০ হাজার টাকা। প্রতিলিপি সংঘের সম্পাদক পরেশ দাস জানান সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবল খেলাকে তুলে ধরতেই এই আয়োজন। প্রতিদিন হাজির হচ্ছেন প্রচুর দর্শক।

ভারতী সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত ভারতী সংঘের পরিচালনায় শুরু হল মানিকচন্দ্র বাড়ুই স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ও রাধাপদ মন্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট। মোট ১৮টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে জনকল্যান সমিতি বজবজ ৩-১ গোলে বাটানগরের জিম আকাদেমিকে পরাজিত করে। উদ্বোধনী টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ক্রীড়াপ্রেমী সুশীল বাড়ুই এবং প্রাক্তন ফুটবলার কুতুবউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ। বাওয়ালি ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় জানান, চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ জানুয়ারি ২০১৭। প্রসঙ্গত ভারতী সংঘের পরিচালনায় প্রতিদিনই ফুটবল কোচিং চলছে। প্রশিক্ষণ দেন প্রখ্যাত কোচ অমিতাভ ঘোষ।

অনটনের বাধা কাটিয়ে সাফল্য আনল সমীর

রিম্পি ঘোষ: বৈদ্যবাটি রেল স্টেশন সংলগ্ন ১৭ নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডেরই একটি অংশে রয়েছে পশ্চিম রেলপাড় ঝুপরি এলাকা। সমাজের হতদরিদ্র, পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত শ্রেণির মানুষের ঠিকানা। দৈনন্দিন জীবনে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের। এই রকম বস্তি এলাকার কতগুলি ঘুপচি ঘর। যেখানে দিনের বেলাতেও ঠিকমতো পৌঁছায় না সূর্যের আলো, সেখানে শিক্ষার আলো পাওয়া হল বিলাসিতা মাত্র, সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে এমনই এক পরিবেশে চলে এক যুবকের বেঁচে থাকার লড়াই। ভোরের আলো ফোটার আগেই বিছানা থেকে উঠে পড়তে হয়। তারপর চলে ঘরদোর পরিস্কার। এরমধ্যেই নিজেকে তৈরি করার কাজও চলতে থাকে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাড়তে থাকে কাজের গতি। প্র্যাকটিসে যেতে হবে। কিটস ব্যাগটা তুলেই সোজা দৌড়।

বৈদ্যবাটি স্টেশন। সেখান থেকে গন্তব্য শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুরের প্র্যাকটিসে যোগ দেওয়া। এভাবেই চলছে বাংলার প্রতিশ্রুতিমান কিক বক্সিং খেলোয়ার সমীর দাসের জীবন। ২৭ বছরের জীবনে অনেক ওঠা-পড়া দেখেছেন। পরিবার বলতে বাবা গদাধর দাস। যিনি চেয়ার সারাই, বেতের ঝুড়ি বুনে সামান্য কিছু আয় করেন। অন্যদিকে মা আনবালা দাস লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। এছাড়া, রয়েছেন সমীরের তিন দাদা কেউ রিক্সা চালান কেউবা আবার মিস্ত্রির কাজ করেন। পাশেই রয়েছেন দুই বিবাহিতা দিদি। এইরকম এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবেশে থেকেও সমীর জাতীয় স্তরে দেশের মধ্যে এক নামী বক্সার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলে ফেলেছেন অনেকগুলি প্রতিযোগিতা। ভুবনেশ্বরে আয়োজিত জাতীয় কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ (২০১১)। পরের বছরই বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো, গত বছর দিল্লিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে আয়োজিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো এবং ২০১২ সালে বেঙ্গল অলিম্পিকে সোনা এই রকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে সমীরের ঝুলিতে। আত্মরক্ষার জন্য কিক বক্সিং শিখতে আসা সমীরের কাছে বর্তমানে আদর্শ খেলোয়াড় হল মেরি কম। সমীরের এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল কারিগর হলেন রাজ্যধরপুর কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক রিপন শীল। এই রিপন শীলের কাছে আসাতেই সমীরের জীবনের গতিপথ

ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। রিপন শীলের প্রশিক্ষণেই নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন সমীর।

সমীরের কথায়, ''আমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তার জন্য রিপন স্যারের কৃতিত্বই সবথেকে বেশি। তিনি না থাকলে আমি হয়তো হারিয়ে যেতাম। রিপন স্যার আমার জন্য যা করেছেন তা কোনদিনও আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।''একদিকে আর্থিক অনটন তার মধ্যে প্র্যাকটিস। বাড়িতে কিছু বলতে পারতাম না। কিন্তু খেলা চালাতে অর্থের প্রয়োজন। তাই এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন সমীর। কিন্তু যা আয় হয় তা যৎসামান্য। বর্তমানে রাজমিস্ত্রির যোগাড়ের কাজ করে বা দিন মজুরের কাজ করে সংসার চলে তার। রিপন শীল নিজেও নিজের ছাত্র সম্পর্কে দারুণ আশাবাদী। বললেন, ''ও যেভাবে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় নিজের পারদর্শিতার প্রমাণ দিচ্ছে তা যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে অনেক দূর যাবে। সব থেকে বড় কথা ওর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। দরকার শুধু সঠিক পরিমার্জনের। তাহলেই সফল হবে। অবশ্যই তার সঙ্গে প্রয়োজন এক স্থায়ী চাকরির। বস্তির ওই একচিলতে ঘরে ঠাঁই হয় পদকগুলির। এই সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দা পুলক চ্যাটার্জি। সমীরের মা সেখানে পরিচারিকার কাজ করেন। সমীরের সমস্ত পদক তাঁর বাড়িতেই সযত্নে রাখা থাকে। ভবিষ্যতে মেরি কমের মতো দেশের একজন সফল বক্সার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য সমীরের। কিন্তু সমীরের লক্ষ্যভেদের পথে রয়েছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা।

সম্প্রতি কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সুযোগ পেল সমীর দাস। দ্বিতীয় বিশ্ব মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল বৈদ্যবাটির এই কিক বক্সার। প্রথমবার এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে। এই বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সুযোগ পায় ভারত। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কিক বক্সিং অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় দিল্লির জামিয়া নগরের জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাচিত সমীর দাস এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেও আর্থিক অভাব প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রেজিস্ট্রেশন, হোটেলে থাকা খাওয়া বাবদ প্রায় ৩৫,০০০ টাকা জোগাড় করা সমীরের পক্ষে অসম্ভব। এই দূরাবস্থার কথা জানার পর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটির কিছু সহৃদয় ব্যক্তি এবং বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপিতা অরিন্দম গুঁই। এরপরেই দিল্লি যাওয়া নিশ্চিত হয় সমীরের। বহু মানুষের সাহায্য বিফলে যেতে দেননি সমীর। সেখানে রূপো ও ব্রোঞ্জের পদক পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। এই সাফল্যে সকলেই তাই ভীষণভাবে খুশি।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

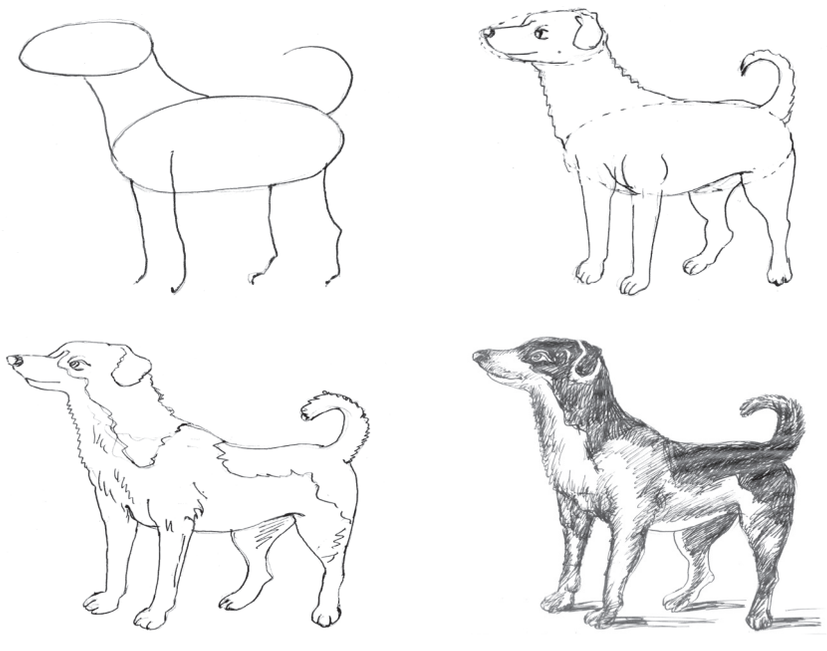

ছন্দ

দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র

ছন্দ না মেলে ক'রো না পরোয়া
মনে মনে হ'য়ো কবি,
প্রকৃতির রঙে মনটি রাঙিয়ে
এঁকে যেয়ো শত ছবি।
সুরের বাঁধনে থেকো নাকো বাঁধা
গলা ছেড়ে গেয়ো গান,
বিশ্ব প্রকৃতি তোমারই সে সুরে
মেলাবে যে তার তান।।

কার্টুন বনাম সংবাদ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বাপান কার্টুন দেখছে। মা এসে ধমকালেন, কী যে তোরা করিস? একই কার্টুন দিনের পর দিন দেখে চলেছিস! ছা। তো একটু, খবরটা দেখে নি। খবর শুরু হতেই বাপানও পিছনে দাঁ।য়ে টিভি দেখতে থাকে। বাপান লক্ষ্য করল, সকালের খবরে যে বন্যার ছবি দেখিয়েছিল, এখনও সেগুলো আবার দেখাচ্ছে। বাপান অমনি মাকে বলল, এই ছবিগুলো তো সকালেও দেখিয়েছে মা, এখন তবে দেখছ কেন?

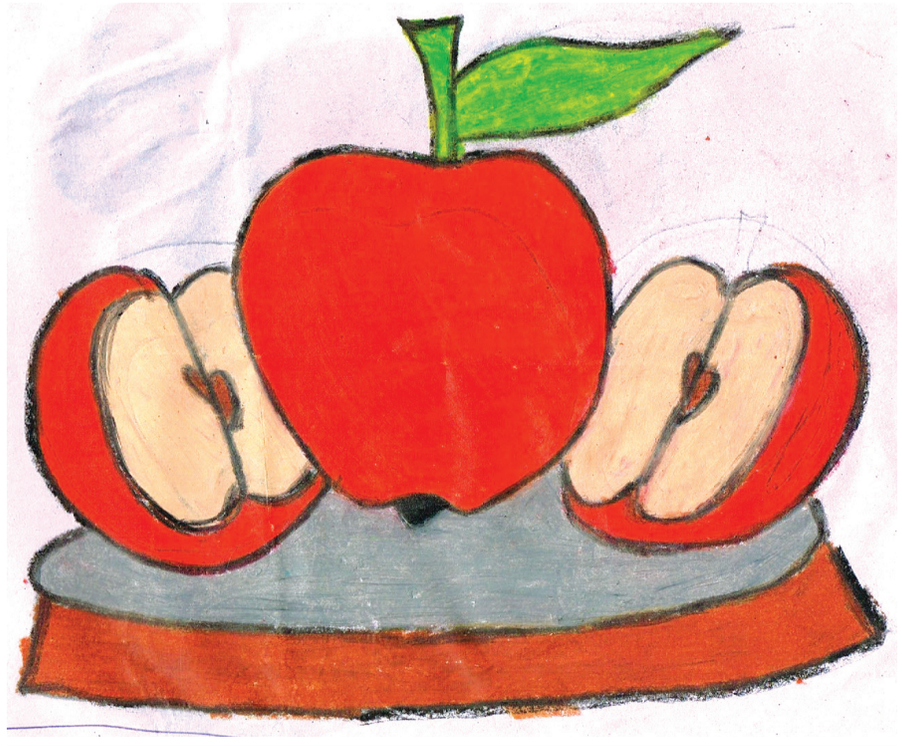

অভ্রনীল কবিরাজ, তৃতীয় শ্রেণি, ম্যাডাম মন্তেসরী চিলড্রেন হোম, বারাসত

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com